Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ইরানের আধুনিক কবি সোহরাব সেপেহরীর কবিতায় অধ্যাত্মবাদ

(Spiritualism in Iranian Modern Poet Shohrab Shepahari's Poems)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার

অধ্যাপক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোঃ কামাল হোসাইন

এম ফিল গবেষক

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম ফিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১৩০

শিক্ষা বর্ষ : ২০০৪-২০০৫

হলের নাম: হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল

যোগদানের তারিখ : ০৮-০৪-২০০৮

নভেম্বর, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের সার সংক্ষেপ

ফারসি কবিতায় প্রেম একটি প্রধান অনুষঙ্গ। আধুনিক ফারসি সাহিত্যেও এর ব্যাপকতা কম নয়। প্রেম কল্পনা এবং এবং প্রেমাস্পদের ধরণ নিয়ে নানা চিন্তা চেতনার অবকাশ আছে বৈকি। আধুনিক ফারসি কবিতায় আমরা সোহরাব সেপেহরীকে পাই প্রকৃতিপ্রেমী কবি হিসেবে। তিনি প্রকৃতির মাঝে প্রেমাস্পদকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যে আকুলতা দেখিয়েছেন এবং কবিতার বর্ণনায় তা প্রকাশ করতে তিনি যেমন সফল হয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি আধুনিক ফারসি কবিদের মধ্যে অতুলনীয় বলা চলে।

আধুনিক ফারসি কাব্য সাহিত্যের গর্বিত ঐশ্বর্য অধ্যাত্মবাদকে যথার্থ সাহসিকতার সাথে নতুন আঙ্গিক ও নবতর ধারায় আধুনিক ফারসি কবিতায় বিকশিত করার প্রয়াস পান সোহরাব সেপেহরী। আর তা করতে গিয়ে প্রচলিত তাসাউফের ভাবধারা থেকে একটু অগ্রসর হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইবাদতের সাথে প্রতিতুলনা করে সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তিনি। যাঁর স্বাক্ষর আমরা তার প্রতিটি কাব্যে দেখতে পাই।

সেপেহরীর কাব্যসমগ্র "হাশত কেতা'ব" এর আলোকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, তাঁর সমগ্র ভাবনা জুড়ে আছে আরেফ এর দৃষ্টিকোণ। তাঁর কবিতা আমাদের কাছে প্রকৃতিকে স্পষ্টতর করে দেয়। যে প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে লেগে আছে খোদার নমুনা।

সোহরাব সেপেহরীর রচনা রূপকতা আর বিমূর্ততার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। প্রবাহমান নদীর মতো তাঁর পক্তিমালা। সহজ-সরল শব্দের ব্যবহারে এ আধ্যত্মিক চিত্রশিল্পি ও কবির অনেক আকুতি আমরা লক্ষ করি তাঁর কবিতায়। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি ভাবতেন খোদার অংকিত ক্যানভাস হিসেবে। তাঁর কবিতার সর্বত্রই 'অব' বা পানি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। পানিকে মনে করেছেন পবিত্রতার প্রতীক, বিমুগ্ধতার প্রতিরূপ হিসেবে।

সেপেহরী সব সময়ই বন্ধুর বাড়ি খুঁজেছেন। তাঁর এই বন্ধু মানবাত্মার মূল নিবাস পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তা। রুমির বাঁশি যে বাশঝাড়ে ফিরে যাওয়ার ক্রন্দন করেছে সেপেহরীও তেমনি বন্ধুর বাড়ি খুঁজেছেন। এ বন্ধুর বাড়ির সন্ধানেই ছুটছেন খোদার আশেক বান্দারা। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে বৌদ্ধ, হিন্দু, জিউভা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত মনে করতেন। কিন্তু তাঁর লেখা ও তৎকালীন মণীষীদের মন্তব্য প্রমাণ করে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান। সেপেহ্‌রী ছিলেন তথাকথিত

প্রগতিশীল এবং পাশ্চাত্য পরায়ণতার জঞ্জালমুক্ত। তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পির শ্রেষ্ঠতম নমুনা। হারিয়ে যাওয়া মানবীয় গুণকে মসি দিয়ে শব্দকে অবলম্বন করে সমগ্র কবিতা জুড়ে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

সাহিত্যের আঙ্গিক ও দিক বিচার ও পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেপেহরীর প্রায় সকল কাব্যই নিমায়ি স্টাইলে রচিত। তবে একথা সত্য যে, নিমায়ি স্টাইলে কবিতা রচনা করলেও তার কাব্যে স্বকীয়তা বিদ্যমান।

সোহরাব সেপেহরীর জীবন, কর্ম, কবিতার ভাষা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, কবিতার বৈশিষ্ট্য, সেপেহরী সম্পর্কে সমসাময়িক কবিদের মন্তব্য, সেপেহরীর কবিতায় আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ প্রভৃতি বিষয় তুলে চেষ্টা করা হয়েছে অত্র অভিসন্দর্ভে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ কামাল হোসাইন এম ফিল গবেষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত ***ইরানের আধুনিক কবি সোহরাব সেপেহরীর কবিতায় অধ্যাত্মবাদ*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রণিত হয়েছে। এটি তার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রি অর্জনের লক্ষ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
অধ্যাপক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ***ইরানের আধুনিক কবি সোহরাব সেপেহরীর কবিতায় অধ্যাত্মবাদ*** **(Spiritualism in Iranian Modern Poet Shohrab Shepahari's Poems) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কেউই গবেষণা করেননি। আমি এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোথাও কোন ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন বা প্রকাশ করিনি।**

মোঃ কামাল হোসাইন
এম ফিল গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
এম ফিল রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ১৩০
শিক্ষা বর্ষ : ২০০৪-২০০৫
হলের নাম: হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হল
যোগদানের তারিখ : ০৮-০৪-২০০৮
নভেম্বর, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলাহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ***ইরানের আধুনিক কবি সোহরাব সেপেহরীর কবিতায় অধ্যাত্মবাদ*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রথমেই আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার-এর প্রতি যাঁর প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় আমি এ কাজে হাত দেবার সাহস পেয়েছি। শুকরিয়া আদায় করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি বিশেষ করে অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, ড. আবু মুসা মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ, ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, ড. আব্দুছ ছবুর খান, বন্ধুবর মুমিত আল রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটের সহযোগি অধ্যাপক মিসেস শামীম বানু এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগের শিক্ষক জনাব ড. শামীম খান, ড. নুরুল হুদা, ড. কামাল উদ্দীন, ড. আতাউল্ল্যাহ, ড.তাহমিনা বেগম -এর প্রতি। যাঁদের আর্শীবাদ ও অনুপ্রেরণা আমাকে সবসময় পথ চলতে সাহায্য করে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই ড. আবুল কালাম সরকার স্যারের প্রতি যিনি প্রতি মুহূর্তে আমাকে গবেষণাকর্ম শেষ করবার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন।

একজন শিক্ষকের কথা আমি বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই যিনি সুদূর ইরান থেকে এসে বাংলাদেশে ফারসি ভাষার সৌরভ বিলিয়ে দিচ্ছেন; তিনি ড. নেয়ামাতুল্লাহ ইরান যাদে। হাসিমুখে বিভিন্ন কবিতার অনুবাদসহ এ অভিসন্দর্ভ রচনায় নানাবিধ জটিলতার সমাধান দিয়েছেন এবং নানাবিধ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গবেষণাকর্মে হাত দেবার পর আমি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য ও বইপত্রের অভাব অনুভব করি। এ ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন আমার অগ্রজ

বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সংস্কৃতি কেন্দ্রের লাইব্রেরিয়ান জনাব আলমগির হোসাইন-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ এ কারণে যে, তিনি বিভিন্ন সময়ে আমাকে নানাবিধ বই পুস্তক ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার শ্রদ্ধেয় বাবা মাওলানা আব্দুল ওহাব ও মমতাময়ী মা মরিয়ম বেগম এবং আমার সহধর্মিনী শেফাসহ পরিবারের সদস্যদের প্রতি যারা সবসময় আমার পাশে থেকে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, আল্ আরাফা ইসলামি ব্যাংক লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ঢাকাস্থ কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরি, ন্যাশনাল আরকাইভস, এসিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ব্যানবেইস লাইব্রেরি, মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী প্রভৃতি লাইব্রেরিসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যারা আমাকে লাইব্রেরি ব্যবহার, ফটোকপি এবং নোট করার সুযোগ দিয়েছেন। এ গবেষণাকর্মে সহযোগিতা করেছেন তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করছি।

বিনয়াবনত

মোঃ কামাল হোসাইন
এম. ফিল. গবেষক
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

ছাত্রাবস্থা থেকেই আমার ফারসি সাহিত্য নিয়ে গবেষণার ব্যাপক আগ্রহ ছিল। যেহেতু প্রাচীন কবি ও কবিতা নিয়ে নানামুখী গবেষণাকর্ম ও অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়েছে তাই আধুনিক ফারসি কবিতার বিষয় নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হই। ফারসি কবিতায় প্রেম একটি প্রধান অনুষঙ্গ। আধুনিক ফারসি সাহিত্যেও এর ব্যাপকতা কম নয়। প্রেম কল্পনা এবং এবং প্রেমাস্পদের ধরন নিয়ে নানা চিন্তা চেতনার অবকাশ আছে বৈকি। আধুনিক ফারসি কবিতায় আমরা সোহরাব সেপেহরীকে পাই প্রকৃতিপ্রেমী কবি হিসেবে। তিনি প্রকৃতির মাঝে প্রেমাস্পদকে খুঁজে পাওয়ার জন্য যে আকুলতা দেখিয়েছেন এবং কবিতার বর্ণনায় তা প্রকাশ করতে তিনি যেমন সফল হয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি আধুনিক ফারসি কবিদের মধ্যে অতুলনীয় বলা চলে।

আমার অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় সোহরাব সেপেহরীর কবিতায় অধ্যাত্মবাদ। ফারসি সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ নিয়ে অনেক কবিই কবিতা রচনা করেছেন সেক্ষেত্রে সোহরাব সেপেহরী কেন আলাদা? কী তাঁর নতুনত্ব বা কী তাঁর বৈশিষ্ট্য? সেটা খুঁজে দেখতেই বেশি সচেষ্ট হয়েছি। তবে সেক্ষেত্রে কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করেছি। সোহরাব সেপেহরীর চিত্রশিল্পসহ অন্যান্য প্রতিভার প্রতি খুব একটা নজর দেইনি।

অভিসন্দর্ভের পৃষ্ঠার শেষাংশে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র ও টীকা টিপ্পনী উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যসূত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জিতে যে গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়েছে কখনো সে ভাষায় আবার কখনো বাংলায় উচ্চারণ দিয়ে অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। একই তথ্যসূত্র বার বার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সেখানে কেবল পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করা

হয়েছে। একটি বা দুটি তথ্যের পর পুনরায় সে তথ্যসূত্রটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে পুরো তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মে কোনো খ্যাতিমান মনীষী, লেখক, কবির নাম কিংবা কোনো বিশেষ ঘটনা, স্থানের নাম অথবা বিশেষ কোনো শব্দের উল্লেখ থাকলে টীকা টিপ্পনীর স্থানে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফারসি সালের সাথে তুলনা করে ইংরেজি সাল উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে আমি সেপেহরীর মূল কাব্যগ্রন্থ 'হাশত কেতাব'-কেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছি। আমার গোটা অভিসন্দর্ভটি এসব কবিতার আলোকেই রচিত হয়েছে। কখনো কখনো বিশেষজ্ঞগণ সেপেহরীর কবিতাকে উদ্ধৃতি হিসেবে দিয়েছেন সেগুলোও ক্ষেত্র বিশেষ তথ্যসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি।

উল্লেখ্য যে, বেশিরভাগ উদ্ধৃত কবিতা ও অন্যান্য মতামত আমার নিজস্ব অনূদিত যে ক্ষেত্রে অনেক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে বিভাগে কর্মরত ইরানিয়ান ভিজিটিং প্রফেসর ড. নেয়ামাতুল্লাহ ইরানযাদেহ-এর সাহায্য নেয়া হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ ও সুসম্পন্ন করার জন্য প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বানান রীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ফারসি ও আরবি উচ্চারণ ও এসব ভাষার যে সকল শব্দের বানান বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে তার খানিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। সেপেহরী বিদেশী শব্দ হওয়া সত্ত্বেও গবেষণাকর্মের শিরোনামে র-বর্ণের পরে দীর্ঘ ঈ-কার (সেপেহরী) থাকায় তা হুবহু রাখা হয়েছে। অন্যান্য সকল বিদেশি শব্দের বানান হ্রস্ব ই–কার করে লেখা হয়েছে। আরবি, ফারসি শব্দাবলির প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'ফার্সী-বাংলা-ইংরেজি অভিধান' এর উচ্চারণ বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এম. ফিল. রেজিস্ট্রেশনের অব্যবহিত পরেই ইরান ও বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ও গবেষকদের কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমি অনুবাদ সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান ও দুর্লভ কিছু তথ্য সংগহ করতে সক্ষম হই এবং ইরানি শিক্ষকদের কাছ থেকেও গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করি যা আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক হয়েছে।

ফারসি সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে আছে অধ্যাত্মবাদ। আবু সাঈদ আবুল খায়ের থেকে আরম্ভ করে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর মাধ্যমে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। আধুনিক ফারসি কাব্য সাহিত্যের গর্বিত ঐশ্বর্য অধ্যাত্মবাদকে যথার্থ সাহসিকতার সাথে নতুন আঙ্গিক ও নবতর ধারায় আধুনিক ফারসি কবিতায় বিকশিত করার প্রয়াস পান সোহরাব সেপেহরী। আর তা করতে গিয়ে প্রচলিত তাসাউফের ভাবধারা থেকে একটু অগ্রসর হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইবাদতের সাথে প্রতিতুলনা করে সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তিনি। যাঁর স্বাক্ষর আমরা তার প্রতিটি কাব্যে দেখতে পাই। তারই প্রতিচ্ছবি বাংলা ভাষায় বিশ্লেষণসহ এ অভিসন্দর্ভে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি সকলের কাছে দোয়াপ্রার্থী।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র	II
ঘোষণাপত্র	III
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	IV-V
ভূমিকা	VI-VIII
প্রথম অধ্যায় : আধুনিক ফারসি কবিতার উৎপত্তি	১০-৩০
দ্বিতীয় অধ্যায় : সোহরাব সেপেহরীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য	৩১-৩৭
তৃতীয় অধ্যায় : সেপেহরীর কাব্য বিশ্লেষণ	৩৮
ক. সেপেহরীর কবিতার ভাষা	৩৯-৪৭
খ. সেপেহরীর কবিতার বৈশিষ্ট্য	৪৮-৬৪
চতুর্থ অধ্যায় : সমকালীনদের দৃষ্টিতে সেপেহরী	৬৫-৭৫
পঞ্চম অধ্যায় : সেপেহরীর কবিতায় আধ্যাত্মিক ভাবধারা	৭৬
ক. তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার পরিচয়	৭৭-৮৭
খ. সেপেহরীর কাব্যে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ	৮৮-১০৪
গ. সেপেহরীর দার্শনিক ভাবনা	১০৫-১১২
উপসংহার	১১৩-১১৫
গ্রন্থপঞ্জি	১১৬-১২৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক ফারসি কবিতার উৎপত্তি

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ফারসি কাব্যের উৎপত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দির গোড়ার দিকের ফারসি কবি রুদাকি সামারকান্দি থেকে আরম্ভ করে মহাকবি আবুল কাসেম ফেরদৌসি, হাফিজ শিরাজি, শায়খ মুসলেহ উদ্দিন সা'দি, খৈয়াম এবং জালাল উদ্দিন রুমি পর্যন্ত ফারসি সাহিত্যের ধারা বহমান। অতপর পরবর্তী প্রায় নয়শত বছর ফারসি কাব্য সাহিত্যের যে বিশাল জগত সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বব্যাপী ফারসি সাহিত্য যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার ক্রমধারা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইরানে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে। এ বিপ্লবের প্রাণস্পন্দন আধুনিক ফারসি কবিতার লক্ষণীয় বিষয়। বিপ্লবের প্রভাব এক দিকে যেমন ইরানের মানুষের সমাজ জীবনে প্রভাব পড়েছে, অন্যদিকে তাদের চিন্তা-চেতনায়ও তা সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। বিপ্লবোত্তরকালে মুদ্রণ শিল্পের ব্যবহার ও প্রসার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অসংখ্য ক্লাসিক ও আধুনিক পদ্য ও গদ্য প্রকাশ পেয়েছে। এ সময়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার চেতনা নতুনভাবে পরিলক্ষিত হয়।

অস্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইরানে ধর্মীয় সংস্কার ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে প্রতিবেশী দেশ সমূহের সঙ্গে তার সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হয় কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হয়নি। বিদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হলে কাচারিয় শাসকগণ ইউরোপ সফরের সুযোগ লাভ করেন। এর পাশাপাশি ব্যবসায়ী, পর্যটক, শিক্ষক এবং রাষ্ট্রিয় প্রতিনিধি

আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইরানে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আগমন ঘটে। এ প্রভাব সমসাময়িক ফারসি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক যুগের অভ্যুদয়ের পরে ইরানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণ সজাগ হয় এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবর্তন আসে।

ক্লাসিক ফারসি কবিতার বিষয়বস্তু আল্লাহর প্রশংসা, রাসুলের প্রশংসা, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, মানবপ্রেম, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা, রাজার সাম্রাজ্য বিস্তার সংক্রান্ত কাব্যগাথা ও রাজ-রাজদের গুণকীর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সে ক্ষেত্রে আধুনিক কালে জনগণ সনাতনি সাহিত্য ধারার পাশাপাশি দেশপ্রেম, সমালোচনা, নারীর অধিকার, অত্যাচার ও অত্যাচারি এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন। আধুনিক কবিদের রচনায় তাই ইরানের সমাজ জীবনের পূঞ্জীভুত সমস্যার বিচিত্র রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক কবিরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র সহ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ধারণা দিতে চেষ্টা করেছেন। অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করেছেন।

আধুনিক ইরানের কাব্য সাহিত্যের সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য ফারসি কবিতার তিনটি পন্থা ও পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এক. ক্লাসিক বা চিরায়ত কবিতা 'কাসিদা'[১] 'গজল'[২] 'মাসনবি'[৩] এবং 'রুবাঈ'[৪] এ সবই এ

---

[১] প্রশংসা বা নিন্দাবাচক কবিতা; যা একই ছন্দ ও অন্তমিলযুক্ত ও সংক্ষিপ্ত হয় অথবা কোন ব্যক্তি, সত্তা ও বস্তুর প্রশংসাসূচক কবিতা।

[২] গযল; গীতি কবিতা; প্রেম কবিতা (Lyric poem)

পর্যায়ের কাব্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। দুই. পুরোনো স্টাইল ও নতুনত্বের সমন্বয়ে সৃষ্ট কাব্য সাহিত্য। এ ধরণের কবিতায় নতুন চিন্তা ও পুরোনো আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। এতে 'আরুয'[৫] ছন্দ এবং কবিতার সনাতন ছন্দ রক্ষা করে নতুন চিন্তাকে সনাতন আদলে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ৩. সম্পূর্ণ নতুন কবিতা। অনেকে ফারসি কবিতার এই ধারা ক্লাসিক কাব্য সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মূল্যায়ণ করেছেন এবং ক্লাসিক কাব্য সাহিত্যে এ ধারা একটি চ্যালেঞ্জ বলে চিহ্নিত করেছেন। কবিতার আধুনিক পদ্ধতিতে প্রচলিত ছন্দকে উপেক্ষা করে স্বাধীন বা মুক্তভাবে কবিতা রচনার প্রবণতা স্থান পেয়েছে। এ ধরনের কবিতার বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব এসেছে। এ ধারা ফারসি কবিতার প্রবক্তাদের মতে এ ক্লাসিক কাব্যসাহিত্যের কবিরা ধ্যান ধারণার দিক থেকে স্বভাবিকভাবেই পুরোনো চিন্তা ও কৃষ্টি কালচারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আধুনিক কালের চিন্তা চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ওপর পুরোনো ধারা ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয়া জরুরী নয়। সুতরাং কবিরা স্বাধীন ধারার কবিতা লিখেন তাতে দোষের কিছু নেই এবং অতীত জগতের ধ্যান-ধারণা রক্ষা করে তার সংরক্ষণ কবির পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

আধুনিক ও মুক্তধারার কবিরা কাব্য চর্চায় নতুনত্ব সংযোজন ছাড়াও ফারসি ভাষাকে আরবি ভাষা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ফারসিতে প্রচুর আরবি শব্দ বিভিন্ন উচ্চারণে মিশে আছে। এ কালে ফারসিকে আরবি থেকে মুক্ত করার জাতীয় আযাদি চেতনা তরুনদের

---

[৩] দর্শন ও চরিত্র বিষয়ক দ্বিপদী কবিতা (Couplet poem)

[৪] বিভিন্ন বিষয়; বিশেষত দর্শন বিষয়ক চতুষ্পদী কবিতা (Quotrain)

[৫] কবিতার ছন্দ, মাত্রা ও অন্ত্যমিল (Prosody)

মধ্যে লক্ষ্যণীয়। এ প্রবণতা এখনো অব্যাহত আছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আধুনিক ফারসি কবিতার এ জাগরণকে আরো পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। কেননা এ জাতীয় কবিতায় হাস্যরস ও কৌতুক এর প্রতি জনগণ ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। প্রচলিত রুবাই, মসনবি এবং ক্বাসিদা রচনার স্থলে এ ধারা অবশ্যই ফারসি কবিতায় নতুন সংযোজন। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়েই ফারসি কবিতা চর্চায় সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আধুনিককালে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে কবিতা ও গজল রচনার প্রবণতা আধুনিক কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের কারণে ইরানের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে অসংখ্য ঘটনা ও দুর্ঘটনা। বস্তুত রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক কারণে ইরানে প্রত্যেক যুগেই একটি নতুন অবস্থা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আর কবিরাও সে সব অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আধুনিক ফারসি কবিতার যুগকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়-

প্রথমত: ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ (সুলতান নাসির উদ্দিন শাহের নিহত হওয়ার পর থেকে আধুনিক কালের 'দওরে মাশরুতিয়াত' সূচনা পর্যন্ত।)

দ্বিতীয়ত: ১৯০৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত খ্রিস্টাব্দ। (আধুনিক কালের সূচনা পর্ব থেকে রেজা খান পাহলবির ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত।)

তৃতীয়ত: ১৯২১ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ রেজা খান পাহলবির যুগ থেকে পাহলবি শাসন পর্যন্ত।

চতুর্থত: ১৯৪১ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ। (মুহাম্মাদ রেজা শাহ পাহলবির রাজনৈতিক ও সামাজিক যুগ)।

পঞ্চমত: ১৯৭৯ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত। (ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

এ সব যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সকল প্রভাবই আধুনিক ফারসি কবিদের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়। অবশ্য ইসলামি বিপ্লবোত্তরকালে ইরানের পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে ও এক অভিনব যাত্রা আরম্ভ হয়েছে। যা 'আদাবিয়াতে এনগেলাবে ইসলামি' বা ইসলামি বিপ্লবোত্তর সাহিত্য হিসেবে পরিচিত।

প্রথম যুগ মুজাফফর উদ্দিন শাহের শাসনকালের যুগ। এ যুগে সাধারণ ইরানিদের চিন্তাজগতে নতুন রাজনৈতিক চিন্তা, জাতীয়তাবোধ ও মাতৃভূমির প্রতি উদ্দিপনা জাগ্রত হয়। পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং বিদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ছিল এ যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নতুন নতুন আবিস্কার এবং জ্ঞান জগতে নতুন নতুন বিষয়ের আগমন ও মুজাফফর উদ্দিন শাহের শাসনামলের একটা বিশেষ দিক। এ সময়ের জনসাধারণ তাদের মৌলিক অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে, এ সময় রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ, ইরানিদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। তারা স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য দেশের জনগনের মত নিজেদের ব্যক্তি ও স্বাধীনতা বিষয়ে সজাগ হয়। এ সময়ে প্রধান শহরগুলোতে সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সব কবিতায় সমালোচনামূলক বক্তব্য স্থান পায়।

দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে 'মাশরুতিয়াত' যুগ। এর আয়ুষ্কাল ছিল পনের বছর। এ যুগে ব্যক্তি-অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংসদীয় ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাদশাহর একাকিত্ব হ্রাস পায় এবং প্রকাশিত হয় অসংখ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা। এ যুগে অনুবাদ-সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ব্যাপক হারে। এ সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রভাব সারা দুনিয়াকে যেমনভাবে নাড়া দেয় ইরানও যুদ্ধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রিয় স্বৈরাচার, ইরানি সমাজের যুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, নারীর অধিকার, ভৌগলিক স্বাধীনতা এ সবই আধুনিক কালের কবিদের কাব্য ভাবনায় স্থান পায়। এ যুগে নায়েবে সালতানাত আবুল কাশেম খান, আলি কুলী খান, সরদার আমজাদ খান বখতিয়ারী প্রমুখ রাষ্ট্রিয় পৃষ্ঠপোষকদের সহয়তায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ব্যাপক সমাদর পরিলক্ষিত হয়। এ এমন এক সময় যখন বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি পরাজিত হয় এবং রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সমকালিন ঘটনাবলি ফারসি গদ্য সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।

১৯২১ থেকে আধুনিক ফারসি সাহিত্যের তৃতীয় যুগ শুরু হয়। এ সময়ে ইরানের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন রেজা খান পাহলবি। ইউরোপের রাষ্ট্র নায়কদের মত রেজা খান পাহলবি ছিলেন স্বৈরশাসক। কিন্তু তার শাসনামলে ইরান সমৃদ্ধি লাভ করে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে শাসকের ভয়ে ও অত্যাচারে জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কালাতিপাত করে। যে রাজার মতের বাইরে একটা লিফলেট পর্যন্ত বের করার সাহস কারো

ছিলনা। কবিরা বাদশাহর শানে কাসিদা রচনা করে সনাতনি ঐতিহ্য ধরে রাখতে সচেষ্ট হন। কিন্তু যথাযথ সম্মান ও পারিতোষিক থেকে তারা বঞ্চিত হন। অনেক কবিই এ সময় শাসকের নির্যাতনের শিকার হন। অবশ্য এ সময়ে আল্লামা আলি আকবর দেহখোদা এবং মোহাম্মাদ আলি ফোরুগির মতো বিশাল পন্ডিত ব্যক্তিদের সামনে শাসকদের অত্যাচার স্তিমিত হতে বাধ্য হয়। ইতিহাসের গতিধারায় এ সময়ে ইরানে এমন কিছু ঘটনার অবতারনা হয় যে সব ঘটনার আবর্তে কবি ও সাহিত্যিকদের পুনর্জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে ইরানে বহু ইউরোপীয় পন্ডিতের আগমণ ঘটে। তাঁরা ইরানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত হন। '১৯২৪ সালে ইরানের জাতীয় কবি মহাকবি ফেরদৌসির ওফাতের হাজার বছর পূর্তি পালিত হয় এবং তাঁর কবরের উপর সৌকর্যমন্ডিত মৃত্যুর সৌধ নির্মিত হয়। কবিরা ফেরদৌসি ও তার রচনাবলিকে আশ্রয় করে কবিতা লেখেন। ১৯৩৭ সালে শেখ সা'দির 'গুলিস্তান' এবং তাঁর 'বুস্তানের' জাক-জমকপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং 'সা'দিনামা' নামে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয়। মহাকবি হাফিজ, সা'দি, ওমার খাইয়াম, কামাল ইস্পাহানি, খাজু কেরমানি, হামদুল্লাহ মাসতুফি এবং বাবা হামেদানির মাযারের উপর ও জাক-জমকপূর্ণ ভাস্কর্য সদৃশ সুনিপুন দালান তৈরি করা হয়। এসব কবিদের কাব্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এতে দারুন উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়। মাশহাদের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাহার মাশহাদী,

'দানেশকাদেহ' (Faculty) পত্রিকা প্রকাশ করেন। এক পর্যায়ে এ পত্রিকাটিই সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় অগ্রনি ভূমিকা পালন করে।'[৬]

১৯৪০ সাল থেকে ইসলামি বিপ্লব সফল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থ্যাৎ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুগকে স্বাধীনতাকামিদের যুগ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এ যুগে সমগ্র ইরানে জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্তির ডঙ্কা বেজে ওঠে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে ইসলামি বিপ্লবের সরাসরি প্রভাব পড়ে। এই সময়ের কবিদের মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ যাঁরা ক্লাসিক কবিতার চর্চার রীতিকে নিজেদের কাব্যচর্চার মানদন্ড হিসেবে ঠিক রাখেন এবং পূর্বসুরীদের অনুসরণে রূবাই, কিতআৎ, গজল, ও মাসনবি লেখেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন আদিবুল মামালিক, বাহার মাশহাদি, জালাল হুমায়ি, ওয়াহিদে দস্তগির, হাবিব নুমানি, লুতফ আলি সুরাতগার পেযমান বখতিয়ারি প্রমুখ।

দ্বিতীয়তঃ যে সকল কবির কবিতায় পাশ্চাত্যের অনুকরণে আধুনিক বিষয় ও প্রকরণ স্থান দেন। এ সকল কবি তাদের ঐতিহ্যগত পুরোনো রীতি অনেকাংশে উপেক্ষা করেন। 'নিমা ইউশিজ, মুহাম্মাদ হুসাইন ফারুগি, মাহদি আখাবানে সালেস, সোহরাব সেপেহরি, ফরুগে ফরুগযাদে, আলি আকবর দেহখোদা, ইরাজ মির্জা, আহমদ শা'মলু, আরেফ কাযবিনি, সাদেক সামরাদ, গোলাম রেজা রুহানি, তাকি বাহার, ফরিদুন তাওয়াল্লুদি, প্রমুখ এ পর্যায়ের কবিদের অন্তর্ভুক্ত। এ যুগের কবিদের তৃতীয় দলটি ফারসি কবিতার ঐতিহ্যগত আকৃতি ও প্রকৃতি রক্ষা করে তাদের কবিতায় নতুন চিন্তা ও

[৬] ড. মানযার ইমাম, *আদাবিয়াতে জাদীদে ইরান*, মুজাফফর লাইব্রেরি, বিহার, ভারত, ১৯৯৬

বিষয় সংযোজন করেন। পারভিন এতেছামি, ফরুগে ইয়াজদি, ইমাম খোমেনি, সাঈদ নাফিসি, মুয়াইয়্যাদ সাবেতি, বায়দি, সুরাতগার, রূহি মুয়্যাইয়্যাবি এবং নাসরুল্লাহ ফালসাফি প্রমুখ কবি এ ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।'[৭]

আধুনিক ফারসি কবিতার ইতিহাসকে আমরা মোটাদাগে ৬ টিভাগে ভাগ করতে পারি[৮]। ১. নতুন কবিতার সূচনা যুগ, এ যুগের কবিদের মধ্যে আরেফ কাজভিনি, তাকি রাফআত, মিরযাদে এশকি, আবুল কাসেম লাহুতি প্রমুখ। ২. নিমায়ি যুগের সূচনা, নিমা ছাড়াও এ যুগের অধিকাংশ কবিদের মধ্যে ইউরোপিয় কবিদের অনুসরণই মূখ্য বিষয় ছিলো, যার মাধ্যমে তাঁরা ফারসি কবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা একটি নতুন ধারার সুচনা করেছিলেন, কবিদের মধ্যে তানদারকিয়া, শিন পারতু, এবং হুশাঙ্গ ইরানি এদের অন্যতম। ৩. ক্লাসিক কবিতায় নতুনত্বের সংযোজন, কবিদের মধ্যে মোহাম্মাদ হোসাইন শাহরিয়ার, মাহদি হামিদি, পারভিজ নাতেল খানলরি, মাজিদ উদ্দিন মির ফাখরায়ি, সিমিন বাহমানি প্রমুখ এ যুগের কবি। ৪. নিমার অনুসরনে কবিতা রচনা : এ যুগের কবিদের মধ্যে ফারিদুন তুলালি, হুশাঙ্গ এবতেহাজ, ফরিদুন মুশিরি, মোহাম্মাদ যাহরি, সিয়াবাশ কাসরায়ি, সোহরাব সেপেহরি, মাহমুদ কিয়ানুশ, যালে এসপাহানি, পারভিন দৌলত আবাদি, হামিদ মোসাদ্দেক, মাহদি আখাবানে সালেস, নুসরাত রাহমানি, ফোরুগে ফোরুগযাদ, মানুচেহর অতাশি, ইয়াদুল্লাহ রূয়াঈ, মোহাম্মাদ আলি সেপানলু

[৭] ড. মানযার ইমাম, *আদাবিয়াতে জাদীদে ইরান*, মুজাফফর লাইব্রেরি, বিহার, ভারত, ১৯৯৬

[৮] হাসান আনুশেহ সম্পাদিত *ফারহাঙ্গনা'মেয়ে আদাবি ফারসি*, খন্ড-২, তোহরান: সাজেমানে চা'প ওয়া এনতেশারাত, ১৩৭৬ মোতাবেক ১৯৭৭, পৃ- ৯০০

প্রমুখ। ৫. শে'রে সাপিদ: নিমায়ি আদলে রচিত; কিন্তু আরুয ও কাফিয়া এর কোন ধরাবাধা নিয়মের বালাই নেই। এ পর্যায়ের কবিদের মধ্যে আহমাদ শামলু, ইসমাঈল শাহরুদি, বিযান জালালি, তাহেরেহ সাফারযা'দেহ, শামস লানগারুদি, কিয়ুমারস মোনশিযাদে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ৬. মোওজে নো: (নতুন ঢেউ) এ পর্যায়ের কবিরা শেরে সেপিদ থেকে একটু ব্যতিক্রম যারা কোন ছন্দ, মাত্রা, কিংবা কবিতার অন্য কোন গঠনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি; বরং তাদের কবিতার প্রধান উপাদান হলো কল্পনা (Imagination). এ স্টাইলের কবিদের মধ্যে আহমদ রেযা আহমদি, বিযান এলাহি, মোহাম্মাদ রেযা আসলানি, মাজিদ নাফিসি, শাহরিয়ার মালিকি প্রমুখ। পরবর্তীতে আরো বিভিন্ন নামে যেমন- মোওজে না'ব, নাসলে সেভভোম, মোওজে সেভভোম প্রভৃতি নামে আধুনিক কবিতার নামকরণ করা হয় যদিও সেটা এখনও খুব একটি প্রতিষ্ঠিত মত হিসেবে সাহিত্য সমাজে সমাদৃত হয়নি।

আধুনিক কবি ও তাদের কবিতার ধরন সম্পর্কে ধারণা লাভের পূর্বে কিছু ক্লাসিক কবির কবিতার গঠর ছান্দিক মাত্রাগত বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা আবশ্যক। মোগল যুগের বিখ্যাত সুফি ও আরেফ মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি বালখি মাসনবি বা দ্বিপদ্বি কবিতা রচনার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত। সাহিত্যামোদি যে কোন মানুষ মাছনবি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে রুমির নামও তার স্মৃতিতে উপস্থিত হয়। ক্লাসিক ছন্দমাত্রা মেশানো তার কবিতা-

یک خلیفه بود در ایام پیش کرده حاتم را
گدائ خویش[৯]

অনুবাদ-

"পূর্বকালে এক দানশীল বাদশা ছিলেন

যিনি দানের ব্যাপারে হাতেম তাইকেও ভিখারি বানিয়েছেন।"

হাফিজের গযলের নমুনা:

الا یا ایها الساقی ادر قاساً
ونا ولها
که عشق آسان نمود اول ولی
افتاد مشکلها[১০]

'ওগো সাকি! সুন্দরি লো! দাওনা সুরার পাত্র ভরি

দাওনা আমার হৃৎ পেয়ালায় প্রেমের শরাব পূর্ণ করি

ভেবেছিলাম ভ্রান্তমতি প্রেম পাওয়া সুলভ অতি

দেখছি এখন স্রোতের বাঁকে ঘূর্ণিপাকে ডুবছে তরী' (নরেন্দ্র দেব অনূদিত)

বিশ্ববরেণ্য কবি ও রূবাই রচয়িতা ওমর খৈয়ামের একটি কবিতা :

اسرار ازل را نه تو دانی و نه
من
وین حرف معما نه تو خوانی و نه
من
هست از پس پرده گفت گوی من وتو
چون پرده برافتد نه تو دانی و
نه من[১১]

[৯] আব্দুল মজিদ, রুমীর মছনবী, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ-৭১

[১০] গোলাম কাজভিনি ও ড.কাসেম গনি সম্পাদিত, *দিভানে হাফিজ*, দাফতারে নাশরে দাদ, প্রথম সংস্করণ, তেহরান, ১৩৭৫, পৃ-৩

অনুবাদ-

'রুদ্ধ দুয়ার জীবন ঘরের কুঞ্জি কাটির নাইকো খোঁজ
দেখতে বা নাই ভাগ্য মধুর ঘোমটা ঢাকার মুখ সরোজ
বারেক দুবার কণ্ঠে কাহার শুনছি শুধু নামটি মোর
কদিন-ই-বা ? সঙ্গে তো হায় সর্বনাশের নেশার ঘোর'[১২]

উল্লিখিত কবতাগুলোর গঠন ও মাত্রাগত দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, রুমির কবিতা 'বাহরেও রমালে' (ফারসি ও আরবি কবিতার প্রসিদ্ধ একটি ওজনের নাম) এবং হাফিজের গজল 'বাহরে হাযাজ' (ফারসি ও আরবি কতিার প্রসিদ্ধ একটি ওজনের নাম) লেখা হয়েছে। কবিতার প্রতিটি 'মেছরার' শেষ মাত্রায় রয়েছে মিল ও সাদৃশ্য আর বিষয়বস্তুতে রয়েছে প্রশংসা, প্রেম, প্রেমাস্পদ, আর আত্মাকে জগতে বিচরণ ও অবস্থানের বিচিত্র বর্ণনা।

রুমির কবিতার প্রথম চরণের অন্তে যেখানে রয়েছে 'পিশ' শব্দ দ্বিতীয় চরণের শেষে সেখানে রয়েছে 'খিশ' শব্দ; হাফিজের কবিতার প্রথম লাইনের অন্তে যেখানে রয়েছে 'না'বেলহা' এবং দ্বিতীয় লাইনের অন্তে রয়েছে 'মোশকেলহা' শব্দ। ছন্দ প্রকরণ শাস্ত্রেও পরিভাষায় কবিতার পরস্পর পংক্তিতে এই প্রকার মিলকে বলা হয় 'ক্বাফিয়া'। অন্যদিকে চতুষ্পদি কবিতার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতি চার লাইনের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পংক্তির অন্তে মিল থাকবে এবং তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দ হবে মিলহীন। খৈয়ামের উপর উক্ত রুবাইয়াতে প্রথম লাইনের শেষ শব্দ 'মান'

---

[১১] হাকিম ওমর খৈয়াম, *রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম*,

[১২] মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮।

দ্বিতীয় লাইনের শেষ শব্দ'মান' এবং চতুর্থ লাইনের শেষ শব্দ 'মান' অথচ তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দ হচ্ছে 'তো'। আধুনিক ফারসি কবিদের মধ্যে যারা রুবায়ি লিখেছেন তাদেরকে কবিতার আকৃতিগত এ শৃঙ্খলা অবশ্যই সমান হয়। কিন্তু ক্লাসিক রুবায়ির চাইতে আধুনিককালে রচিত রুবায়ির মধ্যে বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের ঊনিশ ও বিশ শতকের অধিকাংশ কবিদের কবিতায় চিরায়ত ছন্দ প্রকরণ শাস্ত্রেও ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, পল্লিকবি জসীম উদ্দিন, ও ফররুখ আহমেদের কবিতায় তা সুস্পষ্ট।

মহাকবি ফেরদৌসির "শাহনামা" ক্লাসিক পদ্য সাহিত্যের এক সর্বোকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মাছনবি আকারে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। 'বাহরে মুতাকারেবে' (ফারসি কবিতার একটি প্রসিদ্ধ ওজনের নাম) লেখা শাহনামার নিম্নোক্ত লাইনগুলোতে প্রতিটি লাইনের শেষ শব্দ আমরা সমমাত্রা লক্ষ্য করব।

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام وخداوند جایی
خداوند روزی ده و رهنمایی
خداوند کیوان وگردان سپهر
فروزنده ماه وناهید و مهر
زنام ونشان وگمان برتر است
نگارنده برشده گوهر است[১৩]

[১৩] মুহাম্মদ রামাযানি সম্পাদিত *শাহনামা*, খাবের ইন্সটিটিউট, তেহরান, ১৯৩৩

'জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রভুর নামে শুরু করি
অতিক্রম করতে পারেনা কল্পনা তার নামের সীমা
প্রভু তিনি নামের প্রভু তিনি স্থানের
তিনিই আহার্য দান করেন, তিনিই পথ দেখান
তিনি প্রভু পৃথিবীর ও ঘুর্নয়মান আকাশের
চন্দ্র-সূর্য ও শুকতারা আলোকে পায় তার থেকে
বর্ণনা ইঙ্গিত ও ধারণার উর্ধ্বে তার অবস্থান
চিত্রকরের সৃষ্টির তিনি মূল তত্ত্ব'[১৪]

এবার আমরা নজর দেবো আধুনিক ফারসি কবিতার ধরণ-ধারণ (Style) এর দিকে। নিমা তার প্রথম দিকের কবিতা ক্লাসিক আরুযি স্টাইলে ও ছন্দে লিখেছেন। তাঁর এ সব কবিতায় নতুন বিষয় বস্তু ও কবি কল্পনা চোখে পড়ে। ফরাসি ভাষা ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচয় তাঁকে দৃষ্টির সম্মুখে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। এভাবে তিনি 'নিমায়ি স্টাইলের কবিতা' রচনা করেন।'[১৫] তাঁর কবিতার মূলসুর সম্বন্ধে নিমা ইউসিজ বলেন 'আমার কবিতার মূল সুর হচ্ছে 'বেদনা' এবং আমি মনে করি যথার্থ বাণী উপস্থাপককে অবশ্যই মূল সুরের অধিকারি হতে হবে। আমি আমার ও অন্যদের বেদনার জন্যই কবিতা রচনা করি।'[১৬] নিমায়ি স্টাইল বোধগম্য হওয়ার জন্য এখানে নিমা একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। 'খারকান' শিরোনামায় লিখিত এ কবিতায় তিনি বলেন-

'পোশতেশ আয পোমতেয়ে খা'রি শোদেহ খাম

[১৪] মনির উদ্দিন ইউসুফ অনূদিত *শাহনামা*, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭
[১৫] নিমা ইউশিজ, *আরযেশে এহছাছাত ও পাঞ্জ মাকালাত দার শেরে নায়ের*, হায়দারী পাবলিকেশান্স, ইস্ফাহান, ইরান, ১৯৭৬
[১৬] ছিরুছ তাহবায, *মাজমুয়েয়ে কামেলে আশয়ারে নীমা ইউশিজ*, নেগাহ পাবলিকেসান্স, তেহরান, ১৯৯২

রুয়ি আয রানজ্ কেশিদেহ দারহাম
খাছতেহ বামান্দেহ বে রাহ খা'র কুনি
শেক্বেহহা দা'শত বে হার পাঞ্জ ক্বদম
এই খোদা' রাখতে মা'রা' পয়া'ন নিস্ত'
হেরফে শুম মা'রা' সা'মা'ন নিস্ত'[১৭]

অনুবাদ -

'কাঁটার বোঝার ভারে বক্র হল তার পৃষ্ঠদেশ
চেহারায় ফুটে ওঠে অসহ্য যন্ত্রনার রেশ
কন্টকের বোঝা বয়ে ক্লান্ত অবসন্ন আজ
প্রতি চাঁদ বদনেই খেদোক্তি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস;
হে খোদা আমার ভাগ্যের ইতি তো হলোনা
অশুভ আলখেল্লা আমার বদল হলোনা।'[১৮]

নিমা পরবর্তীকালে তাঁর কবিতাসমূহে আরুযী ছন্দের পরীক্ষা করেন। তিনি কবিতাকে সনাতনি ছন্দ ও মিলের কাঠামো থেকে মুক্তি দেন। '১৯২২ সালে তার প্রথম কবিতা 'এই শাব' (হে রজনি) প্রকাশের মাধ্যমে নিমা ফারসি কবিতা জগতের চিরায়ত ধারাকে উপেক্ষা করেন।'[১৯] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> আমার মুক্ত কবিতাসমূহে ছন্দ ও মিলকে অন্যভাবে দেখা হয়। এতে যে বিভিন্ন পংক্তি হ্রস্ব ও দীর্ঘ হয়েছে তা খেয়াল-খুশি মতো করা হয়নি। আমি অমিলের মধ্যেও মিল এবং ছন্দহীনতার মধ্যেও ছন্দে বিশ্বাসী। আমার কবিতার প্রতিটি শব্দ এক বিশেষ নিখুঁত নিয়মে অন্য শব্দের সাথে মিশে

[১৭] ছিরুছ তাহবায, *মাজমুয়েয়ে কামেলে আশয়ারে নিমা ইউশিজ*, নেগাহ পাবলিকেসান্স, তেহরান, ১৯৯২
[১৮] ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার, *নিউজ লেটার*, ধানমন্ডি, ঢাকা ১৯৯৬,মার্চ সংখ্যা ১৮
[১৯] বুনিয়াদে আ'নদিশেয়ে এছলামি, *অশনা*, তেহরান, ১৯৯৭

আছে। তাই মুক্ত কবিতা রচনা আমার কাছে অন্য ধরনের কবিতা রচনার তুলনায় অধিকতর কঠিন[২০]।

মূলত নিমায়ি স্টাইলের কবিতা এক ধরনের আরুযি মাত্রায় লিখিত। কিন্তু এর স্তম্ভগুলো ঐতিহ্যিক কবিতার মতো দুই তিন বা চার স্তম্ভে সীমিত নয়। এতে সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট অন্ত্যমিল নেই। বস্তুত এ ধরনের কবিতা বর্তমানে আধুনিক কবিদের রচনাতেই লভ্য। সমসাময়িক ও পরবর্তী পারস্য কবিগণের মধ্যে ইসমাঈল শাহরুদি, নুসরাত রাহমানি, সিয়াবোস কেসরায়ি, মোহাম্মাদ যাহরি, মাহদি আখাবানে সালেস, আহমেদ শামলু, সোহরাব সেপেহরীপ্রমুখ নিমায়ি স্টাইল ব্যবহার করেছেন এবং এখনো ইরানের অনক কবিই এ ধারায় কবিতা লিখে খ্যাতিমান হয়েছেন। নিমার আধুনিক কবিতার নমুনা- (কবিতার নাম 'মাহতাব')

'মি তারাবাদ মাহতা'ব
মি দেরাখশাদ শাবতা'ব
নিস্ত একদাম শেকানাদ খা'ব বে চাশমে কাসওলিক
গামে ইন খোফতেয়ে চান্দ
খা'ব দার চাশমে তারাম মী শেকানাদ'[২১]

অনুবাদ-

'উপচে পড়ে চন্দ্রালোক
ঝলমল করে জোনাকির দল
নেই কোথা শব্দ কোন কারো ঘুম কেড়ে নিবে
তবু এই আমি কদাচিৎ ঘুমে

[২০] বুনিয়াদে আ'নদিশেয়ে এছলামি, *অশনা*, তেহরান,১৯৮৯, সংখ্যা ৩৬
[২১] নিমা ইউশিজ, *শে'রে মান*, আমির কবির পাবলিকেশান্স, তেহরান, ১৯৭৫ খ্রি.

আমার সিক্ত নয়নে নিদ্রা হারিয়ে যায়'

এ কবিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন যেখানে মাত্র দুটি শব্দ দিয়ে সাজানো হয়ছে সেখানে তৃতীয় লাইনটি সাজোনো হয়েছে ন'টি শব্দের সমন্বয়ে আবার চতুর্থ লাইন লেখা হয়েছে চারটি শব্দ ব্যবহার করে এবং পঞ্চম লাইন সাজানো হয়েছে পাঁচ শব্দের সমন্বয়ে। অপরদিকে প্রতিটি লাইনের শেষে বিভিন্ন মাত্রার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নিমার কবিতার শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা ফারসি আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আঁচ করতে পারি। নিমা কাব্যে স্থান পেয়েছে 'شعر من' (আমার কবিতা), 'نقوش' (ঘন্টা), 'آهو وپرنده ها' (হরিণ ও পাখিরা), 'دنیا خانه من است' (বিশ্ব আমার বসতবাটি), 'کلام آزاند' (অদক্ষ কলম), 'عنکبوت' (মাকড়সা), 'فریادهایی دیگر' (ভিন্ন আর্তনাদ) ইত্যিাদি আধুনিক সমাজ-সভ্যতার বিচিত্র বিষয়।

অন্যান্য আধুনিক ফারসি কবিদের কবিতার নামুনা-

দেশাত্ববোধ ও জাতীয়তাবোধ এবং মাতৃভূমি ইরানকে উদ্দেশ্য করে বাহা'র মাশহাদির কবিতা-

'হান! ইরানিয়ান, ইরান আন্দার বালা'ছত
মামলেকাতে দারইয়ূশ দাছতখুশে নিকুলাছাত
মারকাযে মূলকে কেয়ান দার দাহানে আযদেহা'আস্ত
বারা'দারা'নে রাশিদ ইন হামে ছুছতি চেরাছত?

ইরান মালে শোম'স্ত ইরান মা'লে শোমাস্ত'[২২]

অনুবাদ-

'হে ইরানবাসি! ইরান আজ বিপদগ্রস্ত

দারয়ুশের সাম্রাজ্য আজ নিকোলাসের থাবায় আক্রান্ত

কিয়ানদের কেন্দ্রভূমি ড্রাগনের থাবার খপ্পরে

ইসলামের মর্মবাণী আর জাতীয় চেতনা কোথায়?

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আত্মমর্যাদাবোধ আজ কেন অবহেলিত?

ইরান তোমারই দেশ তোমারই সম্পদ।'

বাহারের কবিতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলি ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। 'শারহে আহবাল ও অছারে মুহাম্মাদ তাকি বাহার' গ্রন্থের প্রণেতা 'খাজা আব্দুল হামিদ এরফানি' বাহারের কবিতা ও কাব্যচর্চার সারাংশ লিখতে গিয়ে বলেন-

'বাহারের কবিতা সবদিক থেকেই শিল্প ও সৌকর্যমন্ডিত, সৌন্দর্যের দর্শনে তাঁর কবিতা স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও চারুবাক। অভিনব অর্থ ও উপমা, উচুমানের বিশেষণ, মৌলিক, খাঁটি এবং প্রাঞ্জল শব্দরাজির ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ বাক্য বিন্যাস বাহারের কবিতার বিশেষত্বভ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, প্রচ্ছন্ন ভাবনা এবং কল্পনা অবলম্বন তাঁর কবিতায় বিরল। বাহারের কাব্য পারস্পরিক ঘৃণা এবং অবজ্ঞামূলক শব্দ ও অর্থের ব্যবহার অনুপস্থিত।'[২৩]

আধুনিক কবিদের অন্যতম পারভিন এতেছামির কবিতায় রয়েছে নৈতিক শিক্ষার উপদেশ ও সৎকর্মের অনুপ্রেরণা। তিনি মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে বঞ্চিত, মেহনতি ও দুখি মানুষের

[২২] ইয়াহইয়া আরিয়ানপুর, *আয সাবা তা' নিমা*, যবরার পাবলিকেসান্স, ১৯৯৩

[২৩] ইয়াহইয়া আরিয়ানপুর, *আয সাবা তা' নিমা*, যবরার পাবলিকেশান্স, ১৯৯৩ খ্রি.

হৃদয়ে সঞ্চিত ব্যথা নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন যে সমাজে থাকবেনা কোন দরিদ্র, বঞ্চিত এবং অভাবি মানুষ ও জুলুম-নিপিড়ন, বৈষম্য ও প্রতারণা। তিনি 'ফেরেশতেয়ে ওনছ' কবিতায় বলেছেন-

در آن سرائ که زن نیست،
انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد
مرده است روان[২৪]

অনুবাদ-

'যে ঘরে নারী নাই সেখানে প্রেম মায়ার চিহ্ন নেই
যে দেহে মনের মৃত্যু হয়েছে সে তো নিষ্প্রাণ, অসার'

আধুনিক কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালি কবি হচ্ছেন সোহরাব সেপেহরি। তিনি ৮ টি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। যার প্রতিটির মধ্যে তিনি প্রকৃতির মধ্যে প্রেমাস্পদ ও উপমা খোজার চেষ্টা করেছেন। আধুনিক ফারসি কাব্য সাহিত্যের গর্বিত ঐশ্বর্য এই অধ্যাত্মবাদকে যথার্থ সাহসিকতার সাথে নতুন আঙ্গিক ও নবতর ধারায় আধুনিক ফারসি কবিতায় বিকশিত করার প্রয়াস পান তিনি। আর তা করতে গিয়ে প্রচলিত তাসাউফের ভাবধারা থেকে একটু অগ্রসর হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ইবাদতের সাথে প্রতিতুলনা করে সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন তিনি। যার স্বাক্ষর আমরা তার প্রতিটি কাব্যে এমনকি চিত্রশিল্পেও দেখতে পাই। তার কবিতার নমুনা-

[২৪] দিভানে পারভিন এতেছামী, এনতেশারাতে নেগাহ, তেহরান, ১৩৭৩, ২য়সংস্করণ, পৃ- ২৫৪

من مسلمانم
قبله ام یک گل سرخ
جا نمازم چشمه، مهرم نور
دشت سجاده من
من وضو با تپش پنجره ها می
گیرم[২৫]

'আমি মুসলমান
ক্বিবলা আমার একটি লাল ফুল
ঝর্ণা আমার জায়নামাজ, আলোকবর্তিকা আমার চিহ্ন
মাটি আমার সিজদার স্থান
ওজুর জন্য আমি জানালা থেকে আসা রোদকে ব্যবহার করি'।

এছাড়াও আধুনিক যুগের যে সকল কবির নাম আমরা স্মরণ করতে পারি তাঁদের মধ্যে ইরাজ মির্যা, মাহদি হামিদি শিরাযি, মাহদি আখাবানে সালেস, কায়সার আমিনপুর, সালমান হারাতি, আহমদ শামলু, তাহেরা সাফারযা'দেহ, আহমদ রেযা আহমাদি, ফারিদুন মুশিরি, মোহাম্মাদ রেযা শাফিয়ি কাদকানি, সাইয়্যেদ হাসান হোসাইনি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[২৫] *হাশত কিতাব*, তেহরান, তোহুরি প্রকাশনী, ১৩৮৪, পৃ- ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

সোহ্‌রাব সেপেহ্‌রীর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

Dhaka University Institutional Repository

এক নজরে সেপেহরীর জীবনপঞ্জি

১৩০৭ হিজরি শামসির (মোতাবেক ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ) মেহের (ইরানি মাস) মাসের ১৫ তারিখে কাশানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আসদুল্লাহ সেপেহরী টেলিগ্রাফ অফিসে চাকুরি করতেন। যৌবনে পিতাকে উদ্দেশ্য করে সেপেহরীর কবিতা-

"আমার চিন্তার জগত দখল করে আছে আমার বাবা
কামানের মত ব্যথা এসে আমার শিরে আঘাত করে
আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন দয়া ও ভালবাসার হাত
এক বছর হলো, বাবাকে আর দেখতে পাইনা"[১]

তিনি পেইন্টিং ও গান ভালবাসতেন। মায়ের নাম 'মাহযাবীন সেপেহরী'। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের বড় করে তোলেন। মায়ের স্মরণে সেপেহরী বলেন- 'আমার মা গাছের পাতা থেকেও পবিত্র'[২]

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পর কাশানের 'দাবিস্তানে খাইয়্যাম' এ ভর্তি হন এবং পেইন্টিং, সুন্দর হাতের লেখা প্রশিক্ষণ ও এবং কবিতা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। প্রাথমিক স্কুলে থাকাকালে তাঁর লিখিত কবিতা:

'শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার কাদতে কাদতে ঘুমিয়েছি
স্কুলের কোন চিন্তাই মাথায় আসেনি

[১] কামিয়ার আবেদি, *আয মোসাহেবাতে অফতাব*, নাশরে সালেস, ১৩৪৭ ইরানি সাল (মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ-১৬
[২] প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬

দিনরাত মনোবেদনায় ভূগতাম

এক মুহূর্তও বেদনাবিহীন স্বস্তিতে ছিলাম না।'[৩]

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কাশানে হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে হাইস্কুল পর্ব শেষ করে খোরদাদ মসে (ইরানি মাস) তেহরানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান এবং চিত্রশিল্প, কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং কাশানের 'সাহিত্য সংসদ'-এর সদস্য মনোনিত হন। স্কুল সম্পর্কে সেপেহরীর মূল্যায়ন: আমি সব সময় ক্লাসে প্রথম হওয়াকে ভয় করতাম। আমি খুব পরিপাটি ছিলাম। কবিতাকে কখনও হাতছাড়া করিনি।[৪]

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে খোরদাদ মাসে তেহরানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অযার মাসে কাশানের শিল্পকলায় চাকুরি গ্রহণ করেন এবং পাঠদানে রত থাকেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'দার কিনারে চামান ইয়া আরামগাহে ইশক' (در کنار چمن یا آرامگاه عشق) শীর্ষক কবিতার বই প্রকাশ যার ভূমিকা লিখেছেন তাঁরই বন্ধু মোশতাক কাশানি। যেটি ছিল ২৬ পৃষ্ঠার। মোশতাক কাশানি বলেন- '*দার কিনারে চামান ইয়া অরামগাহে এশক*' গ্রন্থ ক্লাসিক কবিতার

[৩] শাহনাজ মুরাদি কুচি, *মোয়াররাফি ভা শেনাখতে সোহরাব সেপেহরী*, নাশরে কাতরে (১৩৮০ ইরানি বর্ষ মোতাবেক ২০০১ খ্রি.) পৃ- ১২

[৪] কামিয়ার আবেদি, '*আয মোসাহেবাতে অফতাব'নাশরে সালেস*, ১৩৪৭ ইরানি সাল (মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ-১৭

Dhaka University Institutional Repository

আদলে রচিত এবং এটি ইরায মির্জার '*যেহরে ও মানুচেহর*' এর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।'[৫]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন ও কাশান শিল্পকলার থেকে চাকুরি থেকে অব্যহতি নেন। ঐ বছর শাহরিভার মাসে তেহরানের তেল কোম্পানিতে যোগদান করেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টস অনুষদের চিত্রকলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে "مـرگ رنـگ" (রঙের মৃত্যু) শিরোনামে প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যার ভূমিকা লিখেছেন আমীর শাহপুর যেনদানিয়া। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মোশতাক কাশানি বলেন- 'সোহরাব ক্লাসিক কবি যেমন ফেরদৌসি, সাদি, হাফেয, সানায়ি, আত্তার, মাওলানা, নাসের খসরু, আনওয়ারি, খাকানি, নেযামি প্রমুখের কবিতা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের উপমা উৎপ্রেক্ষা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সাবকে হিন্দি[৬] -এর বিখ্যাত কবি যেমন সায়েব তাবরিযি, কালিম কাশানি, বেইদেল দেহলভি প্রমুখদের কবিতা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকিফহাল"[৭]

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাব্যগ্রন্থ 'زنـدگـی خـو ابهـا' (ঘুমন্ত জীবন) প্রকাশিত হয়। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে চিত্রশিল্প বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম ডিগ্রি লাভ এবং তেহরানের কয়েকটি চিত্রকর্ম প্রদশণীতে অংশগ্রহণ।

---

[৫] প্রাগুক্ত- পৃ-২৮

[৬] সাবকে হিন্দি - যে রচনাশৈলী হিজরি একাদশ শতাব্দির (খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দী) গোড়ার দিক থেকে শুরু করে হিজরি দ্বাদশ শতাব্দির (খ্রিস্টিয় অষ্টদশ শতাব্দি) মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরানের সাহিত্য চর্চার যে রীতি প্রচলিত ছিলো তা 'সাবকে হেন্দি' নামে পরিচিত।

[৭] কামিয়ার আবেদি, '*আয মোসাহেবাতে অফতাব'নাশরে সালেস*, ১৩৪৭ ইরানি সাল (মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ-২৯

তেহরানে তাঁর কবি-লেখক বন্ধুদের মধ্যে 'নুসরাত রাহমানি, ফারিদুন রাহনুমা, মানুহের শিবানি, গোলাম মোহসেন গরিব, হুশাঙ্গ ইরানি, আবুল কাসেম সায়িদি প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে "সোখান" পত্রিকায় জাপানি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত ইউরোপ সফর করেন। প্যারিসে ফাইন আর্টস স্কুলে 'লিটোগ্রাফি' কোর্সে ভর্তি হন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইতালি সফর করেন। ঐ সালেই তেহরানে প্রথম জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। কাব্যগ্রন্থ "آوار آفتاب" (সূর্যের বোঝা) ছাপানোর প্রস্তুতি নেন।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তেহরানে দ্বিতীয় জাতীয় চিত্রকর্ম প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশীয় সেরা পুরস্কার লাভ করেন। মোরদাদ মাসে জাপান সফর করেন এবং কাঠ খোদাই শিল্প শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভ্রমণের জন্য ইরান থেকে যাত্রা করেন এবং 'আগ্রা' ও 'তাজমহল' দর্শন করেন। এ বছরই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "آوار آفتاب" (সূর্যের বোঝা) প্রকাশ করেন। ঐ বছরই তেহরানের রেযা আব্বাসি প্রদর্শনী হলে একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মেহের সৌর মাস চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ " شرق اندوه" (প্রাচ্যের শোক) প্রকাশিত হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'ফারহাঙ্গ' মিলনায়তনে একক চিত্র কর্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের বিভিন্ন স্থানে ও ইরানের বাইরে বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে "صدائ پای آب" (পানির পায়ের শব্দ) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সফর করেন। খসরুশাহী বলেন- "তাঁর ভারত ভ্রমণের বিশেষত্ব হলো তিনি হিন্দি শিখেছেন এবং কথাবার্তায় নতুন একটি স্টাইল লক্ষ্য করা গেল। এক রাতে আমাদের সাথে হিন্দিতে কথা বলতে লাগলেন।"[৮]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যান্ড, ইতালি সফর করেন। ঐ বছর তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'مسافر' (পর্যটক) প্রকাশিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কাব্যগ্রন্থ "حجم سبز" (সবুজের ঘনফল) প্রকাশিত হয়।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ভ্রমণ করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস সফর করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের 'সিহুন গ্যালারিতে একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক, মিসর সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের 'সিহুন গ্যালারিতে একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

[৮] কামিয়ার আবেদি, '*আয মোসাহেবাতে অফতাব'নাশরে সালেস*, ১৩৪৭ ইরানি সাল (মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ- ৩৮

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেন এবং সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত "ইরানের আধুনিক চিত্রকলা" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সেপেহরীর কাব্য সমগ্র "هشت کتاب" প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তেহরানের 'সিহুন গ্যালারিতে একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড সফর করেন।

১৩৫৯ হিজরি শামসির (মোতাবেক ১৯৮০ খ্রি) উরদি বেহেশত সৌর মাসের ১ তারিখে সেপেহরী ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তেহরানের 'প্যারিস হাসপাতাল'-এ এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। তাঁকে মাশহাদে সমাহিত করা হয়।[৯] শাহরুখ মাকসুব বলেন-

> তাঁর অন্তিম সময়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম, আজো যেন তাঁর কথা কানে শুনতে পাই। তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু তাঁর শেষ লেখার খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন- এখনো অনেক কাজ বাকি আছে এবং এগুলো তিনি শেষ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন। আমি বলেছিলাম 'ইনশাআল্লাহ'। কিন্তু তাঁকে এ অতৃপ্তি নিয়েই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হলো।[১০]

[৯] শাহনাজ মুরাদি কুচি, ***মোয়াররাফি ভা শেনাখতে সোহরাব সেপেহরী***, নাশরে কাতরে (২০০১ খ্রি.) পৃ- ১২

[১০] শাহরুখ মাকসুব, ***দার বাগে তানহায়ি***, নাশরে শিয়াপুশ, পৃ-২৯০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সেপেহ্‌রীর কাব্য বিশ্লেষণ

ক. সেপেহ্‌রীর কবিতার ভাষা

খ. সেপেহ্‌রীর কবিতার বৈশিষ্ট্য

Dhaka University Institutional Repository

সেপেহ্‌রীর কবিতার ভাষা :

সেপেহরীর কবিতায় বিভিন্ন ভাষার শব্দ, যৌগিক ও গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার, রূপক শব্দের ব্যঞ্জনা, সঙ্গীতের আদলে কবিতা রচনা প্রভৃতি বিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

আরবি শব্দের ব্যবহার: 'حجم سبز' কাব্যগ্রন্থে আরবি শব্দের ব্যবহার খুবই কম।رزوی شب/ কবিতায় প্রায় ৮৭ টি শব্দ আছে এর মধ্যে মাত্র ৮ টি শব্দ আরবি যা শতকরা হিসেবে ৯% মাত্র।'سادہ رنگ' কবিতায় প্রায় ৮৪ টি শব্দ আছে এর মধ্যে মাত্র ৬ টি শব্দ আরবি, যা শতকরা ৭% মাত্র। কিন্তু ' ما هیچ، ما نگاه' । যেমন 'اینجا همیشه تیه' কবিতায় প্রায় ৯৭ টি শব্দের ৩৬ টি শব্দ আরবি যা শতকরা প্রায় ৩৭% । ' هم سطر، هم سپید' কবিতায় প্রায় ১১০ টি শব্দ রয়েছে ৪০ টি আরবি শব্দ যা শতকরা ৩৬% ।

সেপেহরীর কবিতায় এমন সব গ্রামীণ যৌগিক শব্দের প্রয়োগ রয়েছে যা বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত ভাষায় ও এর ব্যবহার রয়েছে।

গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার :

لای :

رستگاری نزدیک : لای گلهای حیاط

«روشنی، من گل، آب»[১]

তাঁর কবিতায় এমন অনেক গ্রামীণ শব্দের ব্যবহার আছে যা ফারসি সাহিত্যে খুব একটা প্রচলিত নয়। যেমন:

کفتر :

در فروست انگار، کفتری می خورد آب

«آب»[২]

কখনো তাঁর কবিতায় এমন কতিপয় শব্দের ব্যবহার ঘটেছে যাকে ঠিক আঞ্চলিক শব্দ বলা যায়না। কিন্তু প্রাচীন কবিতায় এর ব্যবহার খুব একটা নেই। এমন অনেক গাছ, লতা-গুল্ম এর নাম রয়েছে যেগুলোর সাথে প্রাচীন কবিদের পরিচয় ছিলনা। যেমন-

درخت تبریزی :

پشت تبریزی ها

غفلت پاکی بود که صدایم می زد

«در گلستان»[৩]

এক বচন বা অনির্দিষ্টবাচকের জন্য তিনি «ی» এর পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে «یک» ব্যবহার করতেন। যেমন:

یک عروسک پشت باران بود

[১] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৩৬

[২] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৫

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৯

«ورق روشن وقت»[৪]

ইউরোপিয় শব্দের ব্যবহার ছিলো তাঁর কবিতায়। যেমন:

بمب:

حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد

«به باغ همسفران»[৫]

هلیکوپتر :

آی، هلیکوپتر نجات!

« ای شور، ای قدیم»[৬]

«وپیامی -উপসর্গের মাধ্যমে শব্দ তৈরী তাঁর কবিতায় লক্ষ্যণীয়। যেমন- در راه» কবিতায় এসেছে:

برچیدن:

هر چه دشنام از لب خواهم بر چید

بر کندن:

هر چه دیوار از جا خواهم بر کند [৭]

[৪] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৮০

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৯৭

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১২

[৭] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৩৯

সেপেহরীর ব্যবহৃত অনেক শব্দ যেমন- ره ، حوض، اساطير، سيب، انار، آبی، هوش، پاشويه، بيد যেগুলোর প্রায় সবগুলোই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সেপেহরীর কবিতায় রূপক শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহার ব্যাপক। বিশেষত: তাশবিহ (তুলনা/ সাদৃশ্য) ও মাযাজ (রূপক) শব্দের ব্যবহার বিশেষ অর্থ বহন করে। যেমন-

وصدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب!

سيب

آوردم، سيب سرخ خورشيد

«وپيامی در راه»[৮]

এখানে লক্ষণীয় যে, سبد কে خواب এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে আর লাল গোলাকার সূর্যকে গোলাকার আপেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

خواهم آمد، پيش اسبان گاوان علف سبز

نوازش

خواهم ريخت.

«وپيامی در راه»[৯]

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩৩৯

[৯] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৩৯

আনন্দ, খুশি এবং কোমলতার দিক বিচারে ঘাসকে গাভী ও ঘোড়ার সাথে সম্পৃক্ত করে সেপেহরী যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

نور خواهم خورد

«وپیامی در راه»[১০]

এখানে আলো খাওয়াকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেপেহরীর কবিতা সঙ্গীতের আদলে রচিত। যদিও তাঁর কবিতায় অন্ত্যমিল খুব একটা নেই কিন্তু শব্দ তরঙ্গেও খেলায় তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে।

সেপেহরীর কবিতার কাফিয়া একই নয়; তবে কাছাকাছি, যা প্রাচীন কবিতা থেকে আলাদা।

گل را نگاه کرد، ابهام را شنید

.....

باید به ملتقای درخت وخدا رسید

«هم سطر، هم سپید»[১১]

সেপেহরী কখনো দুটি سجع বা جناس এর শেষে এনে قافیه তৈরি করেছেন। যেমন:

دست مرا امتداد داد

«تا نبض خیس صبح»[১২]

এখানে امتداد ও داد এর মধ্যে جناس রয়েছে।

[১০] প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪১

[১১] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৪২৮

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ-৪০৬

زن همسایه در پنجره اش، تور می بافد، می خواند

«ساده رنگ»[১৩]

এখানে می خواند ও می بافد এর মধ্যে سجع রয়েছে।

কখনো শুধু «ر ا» এর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ردیف ব্যবহার করেছেন। যেমন «د وست» কবিতায়:

وپلک هاش
مسیر نبض عناصر را
به ما نشان داد
ودست هاش
هوای صاف سخاوت را
ورق زد
ومهربانی را
به سمت ما کوچاند[১৪]

এখানে د ا د এবং کوچاند এর অন্ত্যমিল লক্ষণীয়। "পায়া'মি দার রা'হ" কবিতায় এ রকম অন্ত্যমিল দেখা যায়। যেমন- خواهم آورد، خواهم ریخت، خواهم بخشید، خواهم آویخت،

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৩

[১৪] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৯৯

خواهم برد، خواهم زد، خواهم کرد، خواهم داشت প্রভৃতি। خواهم এর পুনরাবৃত্তি এক ধরনের অন্ত্যমিল।

সেপেহরীর কবিতায় আমরা এক ধরনের মিমিক্রি (mimicry) লক্ষ্য করি। যা পাশ্চাত্য সাহিত্যে যার প্রচলন রয়েছে। তাঁর কবিতায় এমন সব বস্তুর প্রাণির মত আচরণ এর বর্ণণা রয়েছে যা সত্যিকার হিসেবে তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন তাঁর কবিতায় আনার, তুত, বাড়ির আঙিনা, প্রভৃতি যেন তাঁর সাথে খুব আন্তরিকভাবে কথা বলে। এমনকি তাঁর মায়ের হাতে চায়ের কাপ বা পুদিনা পাতা তোলার দৃশ্যকে তিনি এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন-

مادرم ریحان می چیند

«روشنی، من، گل، آب»[১৫]

এমনকি তাঁর সময়কার মিস্ত্রির কথাও তিনি কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من وتو برود

«صدای پای آب»[১৬]

তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয় হচ্ছে চিত্রশিল্পের প্রতিফলন। চিত্রশিল্পি হিসেবে রঙের প্রতি তাঁর দূর্বলতা বিশেষত: নীল রঙ যেন তাঁর কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

آسمان، آبی تر

[১৫] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ- ৩৩৬

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ-২৯০

آب، آبی تر

«ساده رنگ»[১৭]

পানিতে কোন বস্তুর ছায়া তাঁকে আকর্ষণ করে। তিনি বলেন-

زن زیبایی آمد لب رود

آب را گل نکنیم :

روی زیبا دو برابر شده است

«آب»[১৮]

পানি ছুঁই ছুঁই করে গাছের পাতা ভেজা, পানির কিনারায় বসে থাকা সেপেহরীর কাছে আকর্ষণীয় কাজ বলে মনে হয়। তিনি বলেন-

من در ایوانم، رعنا سر حوض

رخت می شوید رعنا

برگها می ریزد

«ساده رنگ»[১৯]

এভাবে সেপেহরীর কবিতায় ব্যক্তি জীবনের রূপায়ন (চিত্রশিল্প, একাকিত্ব, ভ্রমণ, পাখি, গাছ-পালা ও লতাগুল্মের প্রতি ভালোবাসা) করেছেন একজন আরেফের দৃষ্টিকোণ থেকে।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ- ৩৪৩

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪৬

[১৯] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সেপেহরীর কবিতার বৈশিষ্ট্য :

সেপেহরী বিশ্ব কবি পরিবারের একজন অন্যতম সদস্য। একজন কবিকে বিশ্বময় বিচরণ করার জন্য যে সকল উপাদান থাকা প্রয়োজন সেপেহরীর কবিতায় তার সবগুলোই বিদ্যমান। বিশ্বময় হওয়ার জন্য যে সকল উপাদান সেপেহরীর কবিতায় রয়েছে আমরা সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

সেপেহরীর কবিতার বিষয়বস্তু প্রকৃতি। মানুষ, গাছ, পানি, আলো এরকম প্রকৃতির সবকিছুই তাঁর কবিতার উপজীব্য বিষয়। প্রাণী কিংবা অপ্রাণি তাঁর মূখ্য বিষয় ছিলনা। প্রকৃতির সবকিছুই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, জীবন্ত। কবির চোখ এমন এক ফোটা পানির মতো যা সৃষ্টি দরিয়ার মাঝে বিলীন এবং সে দরিয়ার অংশ। সোহরাব প্রকৃতিকে এমনভাবে উপলব্ধি করতেন যে, সামান্য কোনো একটি জিনিসকে এতটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন যার মাঝে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের উপাদান। কবি বলেন-

شب سرشاری بود
رود از پای صنوبرها، تا فراتر ها می رفت
دره مهتاب اندود، وچنان روشن کوه، که خدا
پیدا بود
در بلندی ها ما

Dhaka University Institutional Repository

دورها گم، سطع ها شسته، ونگاه از همه شب نازك تر
دست ها یت، ساقه سبز پیامی را می داد به من
وسفالینه انس، با نفس هایت آهسته ترك می خورد[১]

(از کتاب حجم سبز- از روی پلک شب)

অনুবাদ:

পরিপূর্ণ রাত
সানুবারের পাদদেশ থেকে বয়ে চলা হ্রদ
দূরে হারিয়ে যায়
চাঁদের আলো পর্বতকে এতো আলোকিত করে
যেন সেখানে খোদাকে দেখা যায়।
মানুষের মর্যাদা অতি উচ্চে
দূর কোথায়? সবকিছুই তো দৃশ্যময়
জমিন আলোতে সয়লাব
এ রাতে সবকিছু খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
হে সবুজের বন্টনকারী! আমার হাতে রাখো তোমার হাত
তোমার ভালবাসার অনুভব নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
আস্তে আস্তে অনুভূত হয়।

[১] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৩৩-৩৩৪

এ কবিতায় খোদা, মানুষ, পাথর, চন্দ্রালোক, পাহাড় এ জাতীয় বিষয়ের সমাহার রয়েছে। এখানে আমরা সবুজের আঁধার, জঙ্গল বা ফুলবাগানের কোন আলোচনা দেখতে পাইনা। এখানে কবি জীবনের কথা বলেছেন। কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সর্বত্রই খোদা বিরাজমান বিরাজমান।

সেপেহরীর কবিতায় প্রেম নারী কেন্দ্রিক নয়। তাঁর কবিতায় আমরা লিঙ্গ বৈষম্য বা লিঙ্গ বিষয়ক কোনবক্তব্য দেখতে পাইনা। তিনি নারী বা পুরুষ হিসেবে মানুষকে বিচার করেননি; বরং সকলকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর কবিতা লিঙ্গ বিচারের উর্ধ্বে। কেননা প্রকৃতি কাউকে আলাদা করে বিচার করেনা। যদিও ফারসি ভাষায় নারী-পুরুষের জন্য আলাদা শব্দের ব্যবহার নেই কিন্তু সোহরাব যেখানে বোঝাতে চেয়েছেন সেখানে নারীকে ফুল এবং পুরুষকে পর্বত হিসেবে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু যেহেতু সোহরাবের কবিতা প্রকৃতিকে ঘিরে তাই আলাদা করে নারী পুরুষ শব্দের ব্যবহার আমরা দেখতে পাইনা। কেননা প্রকৃতি সব সময়ই লিঙ্গ বর্ণণার উর্ধ্বে। সোহরাবের কবিতায় নারী-পুরুষ আলাদা করে বর্ণনা করেননি; বরং সমগ্র মানবকে উদ্দেশ্য করেই কবিতা লিখেছেন।

به تماشا سوگند
وبه آغاز کلام
وبه پرواز کبوتر از ذهن
واژه ای در قفس است.
حرفهایم، مثل یک تکه چمن روشن بود.
من به آنان گفتم:

Dhaka University Institutional Repository

آبتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد
وبه آنان گفتم:
سنگ آرایش کوستان نیست
همچنانی که فلز، زیوری نیست به اندام کلنگ
در کفِ دست زمین گوهر ناپیدایی است
که رسولان همه از تابش آن خیره شدند.
پی گوهر باشید.
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید.[২]

(از کتاب حجم سبز- سورهٔ تماشا)

অনুবাদ:

অবলোকনের কসম!

কসম প্রথম কথা বলার

সেদিনের কসম যেদিন কবুতর প্রথম উড়তে শিখেছে

যেদিন শব্দকে আমরা রপ্ত করতে শিখেছি

আমার বক্তব্য অবারিত প্রান্তরের মতো খোলামেলা

আমি তাদেরকে বলেছি:

সূর্যালোক তোমাদের দরজায় কড়া নাড়ে

দরজা খুললেই তার সাক্ষাৎ পাবে

তাদেরকে বলেছি:

[২] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ- ৩৭৩-৩৭৪

পাথর পাহাড়ের সৌন্দর্যের জন্য নয়
যেমন লোহার ফাল গাইতির মাথায় অলঙ্কার নয়
যমিনের হাতে অনেক অনাবিষ্কৃত মূল্যবান জহরত খনি আছে
সকল রাসুল (সা.) যে বিষয়ে অবগত ছিলেন
সে জহরতের অনুসন্ধানি হও
সময়কে রাখাল রাসুলের[৩] কাছে নিয়ে যাও

এ কবিতায় আমরা কোন লিঙ্গ বিশেষ খুঁজে পাবনা; কাউকে বিশেষ লিঙ্গের প্রাণি বা কোন বস্তুকে বিশেষ লিঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়নি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো ফোরুগে ফোরুগযাদের কবিতা নারীবাদি কবিতা। আখাবানে সালেস, আহমদ শামলু পুরুষদের বিষয়াবলি নিয়ে কবিতা লিখেছেন; কিন্তু সেপেহরীর কবিতা মানুষকে নিয়ে, মানবতাকে নিয়ে রচিত।

সেপেহরীর কবিতার ভাষা পয়গম্বরদের মতো। তিনি সকল মানুষ, সকল সময় এবং সকল স্থানের জন্য কথা বলেছেন। তিনি মৌলভির মতো সমগ্র মানুষের জন্য কথা বলেছেন। তিনি শুধু মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনা করেননি; বরং সমগ্র প্রকৃতি ছিলো তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। এজন্যই তাঁকে রাজনৈতিক ফ্রেমের মধ্যে বন্দি করা যায়না। তিনি এমন পয়গম্বর যিনি কোন কাজের নির্দেশ দেননি; কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের জন্য শিক্ষনীয়। তার কবিতা মানুষের মনে জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বলেছেন-

[৩] অধিকাংশ রাসুল (সা.) রাখাল ছিলেন। রাখাল যেমন প্রান্তরে পশু চড়ায় তেমনি রাসুলগণ কল্যানের বাণী বয়ে বেড়ানে। সেপেহরী তাদের সন্ধানী হতে অর্থ্যাৎ কল্যাণের বাণী অনুসরণের জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم های تو را
چشم تو زینت تاریکی نیست
پلک ها را بتکان، کفش به پاکن، و بیا
ی، که پر ماه به انگشتِ تو هوشدار دهد
وزمان روی کلوخی بنشیند با تو
ومزامیر شب اندام تو را، مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند.
پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت:
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.[8]

(از کتاب حجم سبز- شب تنهایی خوب)

অনুবাদ:

শোন রাস্তায় তোমার পদধ্বনি শোনা যায়

তোমার চোখ তো অন্ধকারের সৌন্দর্যের জন্য নয়

চোখ খোলো, এসো পথ চলতে আরম্ভ করো

যেখানে যাও সেখানে তোমার হাতের আঙুল

আলোক রশ্মিকে নির্দেশ করে

জমিনে বসে সময়কে উপলব্ধি করো

রাতের গুণগুণ শব্দে তোমাকে তার অংশ মনে করো

[8] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ-৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

ঐ রাতে এক আরেফ[৫] তোমাকে বলে :

সর্বোত্তম জিনিস হলো প্রেমের অনুভূতি উপলব্ধি করা

মৃত্যুর প্রতি মমত্ব ও সৌন্দর্যবোধ সেপেহরীর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই মৃত্যুকে ভয় পায় আর এটা পৃথিবীর মানুষের অন্যতম একটি বড় ভয়। সেপেহরী আমাদেরকে মৃত্যু সম্পর্কে ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। তাঁর মতে সকল দৃশ্যমান জিনিসই মৃত্যুর মুখোমুখি। যদিও মানুষ সুস্থ সবল থাকে তবুও তার অনেকগুলো সেল মরে যায়। আমরা মনে করি মৃত্যু আমাদের জীবনের অনেক বড় দুর্ঘটনা আর এর ফলে সবকিছুর সমাপ্তি ঘটে। সেপেহরী মৃত্যুকে জীবনের শেষ মনে করেন না। তিনি মৃত্যুকে জীবন চক্রের একটি অংশ মনে করেন। সোহরাব মৃত্যুকে জীবনের অংশ মনে করেন। তিনি বলেন-

زندگی یعنی: یک سار پرید
از چه دلتنگ شدی؟
دلخوشی ها کم نیست: بلاً این خورشید،
کودک پس فردا،
کفتر آن هفته،
نفر دیشب مُرد
وهنوز، نان گندم خوب است
وهنوز، آب می ریزد پایین، اسب ها می نوشند.
قطره ها در جریان،
برف بر دوش سکوت

[৫] ধর্ম দর্শনের উচ্চমার্গের ব্যক্তিবর্গকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় আরেফ বলা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ان روی ستون فقرات گل یاس.[৬]

(از کتاب حجم سبز- جنبش واژۀ زیست)

অনুবাদ:

জীবন হলো পাখির উড়ে যাবার মতো

তোমার মন খারাপ কেন?

উপলব্ধি করে দেখো : জীবনে আনন্দ কম নয়

যেমন এই সূর্য, আগামি দিনের শিশু, চেনা কবুতর

গতকাল একজনের মৃত্যু

এখনও গমের রুটি খেতে ভালো

এখনও পানি নিচের দিকে বহমান

ঘোড়া পানি খায়

বহমান পানি

নিশ্চল পাহাড়ের কাঁধে বরফ

সময় হচ্ছে দারিদ্র্যের মিনারে একটি সুশোভিত ফুল

সোহরাব আমাদের সামনে মৃত্যুর দর্শনকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। তিনি বলেন যদি মৃত্যু না থাকত তাহলে মানুষ বস্তুলিপ্সু হতো। মানুষ তো আছেই এমনকি গাছ-পালার ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু রাতের মতো আর সকাল হলো সুসংবাদের মতো। আমরা যখন মুখে আঙুর দিয়ে মজা করে চাবাতে থাকি তখন দাতের নীচে আঙুরের মৃত্যু হয়। তাই বলে আমরা আঙুর খাওয়া বাদ দেই? আমরা কি ভাবি আমি প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন বস্তু বা প্রাণির মৃত্যু ঘটাচ্ছি বা মৃত্যুরও কারণ

[৬] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ- ৩৮৬-৩৮৭

সৃষ্টি করছি, তাহলে আমাদের মৃত্যুতে ভয় থাকবে কেন? এটি খুবই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া এবং প্রতিনিয়ত আমরা তার অংশীদার। তিনি সব সময়ই মৃত্যুকে পজিটিভ ভাবতে পছন্দ করেন।

দৃষ্টির গভীরতা সোহরাবের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন বিষয়কে যে কেউ দেখতে পারে; কিন্তু খুব গভীরভাবে দেখতে পারা এর ভেতরগত মজ্জার অনুসন্ধান বা আস্বাদন সবাই করতে পারেনা। একজন নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ প্রকৃতির অনেক সুন্দর জিনিস দেখা ও আস্বাদন করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সবকিছুকে নেতিবাচক ভাবেই দেখে। সেপেহরী মনে করতেন আমরা প্রকৃতি থেকে যে নির্মল আনন্দ লাভ করি তা অফুরন্ত। তিনি বলেন-

من به آغاز زمین نزدیکم
نبض گل ها را می گیرم
هستم با، سر نوشت تر آب، عادت سبز درخت.
روح من در جهت تازهٔ اشیا جاری است.
.....
زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازهٔ عشق.

Dhaka University Institutional Repository

زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود.[৭]

অনুবাদ:

আমি মাটির কাছাকাছি

ফুলের স্পন্দন অনুভব করি

আমি পানির গল্প জানি

বুঝি সবুজ গাছের স্বভাব

নতুনত্বের দিকে ধাবমান আমার হৃদয়

জীবন আনন্দময়

জীবন হচ্ছে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া

ভালবাসার মাত্রা অনুযায়ী সে যাত্রা

জীবন আর কিছুই নয়

তোমার আমার স্মৃতিচারণই জীবন

সেপেহরীর মতে একাকিত্ব মানুষের জীবনের দুঃখবোধের অন্যতম কারণ। সোহরাব এ বিষয় নিয়ে গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে মানুষ কখনোই একা নয়। তার কবিতা একাকিত্বের জবাব নয়; প্রতিকার নয় বরং একাকিত্বের ভিন্ন অর্থের ব্যাখ্যা। সোহরাব মনে করেন- মানুষের কোন অঙ্গ যদি ব্যথা করে তার মানে হচ্ছে শরীরের ঐ অংশের প্রতি আমরা অমনযোগি। এরপর সে অঙ্গের প্রতি আমরা মনযোগি হই। সেপেহরীর মতে এসকল ব্যথা মানুষের সৃষ্টি, মানুষ

[৭] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব সেপেহরী : পায়াম্বারে সাবজ*, নাশরে আল বুরজ, তেহরান, ১৩৮২ ইরানি সাল, পৃ- ২১

Dhaka University Institutional Repository

একাকিত্বের কারণে ব্যথিত হয় এবং নিজেই ব্যথা প্রশমনের চেষ্টা করে। তিনি মনে করেন আমরা একাকিত্ব দ্বারা বন্দি। তাঁর মতে আমরা প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব বা বস্তু একাকি; আমরা সবাই এই একাকিত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেউই আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেনা। কেননা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে পথের অনুসন্ধান করে। বাহ্যদৃষ্টিতে মানুষ কেউই একা থাকতে চায়না; কিন্তু মনের দিক থেকে সে সবার থেকে আলাদা সব থেকে উচু পদে, সবার চেয়ে সম্পদশালি, সব থেকে সুন্দর হবার চেষ্টা করে এর মানে হলো সে সবার থেকে একাকি থাকতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে চায়। একাকিত্ব অর্জনের জন্য সে সর্বদা ব্যস্ত থাকে।

من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق
رفتم، رفتم تازن،
تا چراغ لذت،
تا سکوت خواهش
تا صدای پر تنهایی
.....
از صخره شدم بالا، در هر گام، دنیایی تنهاتر، زیباتر
وندا آمد: بالاتر، بالاتر!
.....
باید امشب بروم

Dhaka University Institutional Repository

وچمدانی را که به اندازۀ تنهایی من جا دارد،
بردارم
وبه دشمن بروم که درختان حماسی پیدا است
رو به آن وسعتِ بی واژه که همواره مرا می
خواند
یک نفر باز صدا زد : **سهراب!.**
کفش هایم کو؟
.....
در ابعاد این عصر خاموش
سنیف در متن ادراک یک کوچه
تنها ترم.
بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من
بزرگ است.
وتنهایی من شبخون حجم تو را پیش بینی نمی
کزد
وخاصیت عشق این است.[৮]

অনুবাদ:

আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে

একজনকে দেখতে গেলাম

যেতে যেতে-

এক আলোক শিখার কাছে নিশ্চল

[৮] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব সেপেহরী : পায়াম্বারে সাবজ*, নাশরে আল বুরজ, তেহরান, ১৩৮২ ইরানি সাল, পৃ-২৩

আমার নিরবতায় সব কিছু নিশ্চুপ

আমার একাকিত্বে পূর্ণ সে প্রতিবেশ।

পাহাড়ের উপরে যেতে যেতে দেখি

জীবন একাকিত্বে পূর্ণ এবং সৌন্দর্যময়

আমাকে কেউ একজন ডেকে বলে-

উপরে আসো, আরো উপরে

আজ রাতে বের হবো

একাকিত্বের সুটকেস তুলে নিয়ে

এগিয়ে যাবো

এমন জায়গায় যাবো

যেখানে গাছেরা বীরত্ব প্রকাশ করতে পারে

এমন প্রান্তরে যাবো

যেখানে শব্দহীন শব্দ আমাকে আহ্বান করে

কেউ আমাকে ডেকে বলে-

আমার পাদুকা কোথায়?

চারদিকের এই নিস্তব্ধতা

আমি সঙ্গীতের ঝংকার বিহীন

এক গহীন কোণে একাকি

এসো তোমাকে বলি আমার একাকিত্ব কত মহান

আমার একাকিত্বে কেউ হয়তোবা

ভালবাসা দিয়ে হামলা করতে পারে

সম্পর্কহীনতার মাঝে সম্পর্ক খোঁজা সেপেহরীর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর দৃষ্টিতে সম্পর্কহীনতার মাঝেও এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা যখন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকেনা তখন অসম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। সেপেহরীর মতে এটি এক ধরনের বন্ধন। তিনি বলেন আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো সম্পর্ক ও সম্পর্ক হীনতা একই উৎসমূল থেকে উৎসারিত। সেপেহরীর "সেদা'য়ে পা'য়ে অ'ব" কবিতায় এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন জীবনের চড়াই-উৎরাই, ভেতর-বাহির এক ধরনের সম্পর্ক। এ কবিতায় মৃত্যু, প্রেম, যুদ্ধ, রাজনীতি, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, একাকিত্ব এবং দৃশ্যমান অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যা একটি অপরটির বিপরীত এবং একটি থেকে অপরটি যোজন যোজন দূরে। এগুলোকে তিনি কাছাকাছি বর্ণনা করে এর সম্পর্ক নির্দেশ করেছেন এবং জীবনের সাথে এর সম্পৃক্ততা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। বলেছেন-

اهل کاشانم، اما
شهر من کاشان نیست.
شهر من گم شده است.
من با تاب، من با تب
خانه ای در طرف دیگر شب ساختهام
من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم
من صدای نفس باغچه را می شنوم

وصدای صاف باز و بسته شدن پنجرهٔ تنهایی
ـاک، پوست انداختن مبهم عشق،
متراکم شدن ذوق پریدن در بال
، خوردن خودداری روح
وصدای قدم خواهش را می شنوم
وصدای، پای قانونی خون را در رگ،
ضربان سحر چاه کبوترها،
تپش قلب شب آدینه
جریان گل میخک در فکر،
شیهه پاک حقیقت از دور.[9]

অনুবাদ:

আমি কাশানের অধিবাসি

কিন্তু কাশান আমার বাসস্থান নয়

আমার আবাস হারিয়ে গেছে

আমি আলোর সাথে, উজ্জ্বলতার সাথে অন্যত্র

রাতে ঘর বেঁধেছি

আমি নামহীন ভেজা ঘাসের কাছে ঘর বেঁধেছি

আমি বাগানের নিঃশ্বাস শুনতে পাই

আমি জানালা খোলা ও বন্ধ করার মৃদু শব্দ শুনতে পাই

পবিত্র সে আওয়াজ

অব্যক্ত প্রেমের প্রকাশ

[9] *হাশত কিতাব* (সোহরাব সেপেহরীর কাব্য সমগ্র), তোহুরী প্রকাশণী, তেহরান ১৩৮৪ ইরানি সাল, পৃ- ২৮৬-২৮৭

পাখির ডানা মেলে উড়ে যাবার আগ্রহ

হৃদয় স্পন্দনে ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি

অভিলাষের পথ চলার শব্দ শুনতে পাই

শিরা উপশিরায় রক্ত চলাচলের শব্দ শুনতে পাই

কবুতরের দান ঠোকরানোর শব্দ

পবিত্র দিনের উত্তাপ

ফুলের বিকশিত হবার পদ্ধতি আমার জানা

অনেক দূর থেকে ঘোড়ার হ্রস্বধ্বনি আমি বুঝতে পারি

সেপেহরীর কবিতার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়ের সুনিদিষ্টতা এবং গভীরতা। শব্দচয়ন এবং বর্ণনায় মুন্সিয়ানায় তিনি অভিষ্ট বিষয়কে এমনভাবে উপলব্ধিকর করে বর্ণনা করেন যে, পাঠক যেন পাঠকের সামনে বর্ণিত দৃশ্য ভেসে ওঠে। তার কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের সৌন্দর্য ছাড়াও কবিতার গঠনশৈলীর চমৎকারিত্ব, বিশেষ ও নতুন ভাষার ব্যবহার, চিন্তা-চেতনার নতুনত্ব প্রশংসার দাবিদার। "প্রাচীন কবিদের সাথে তুলনা করলে তিনি মৌলভি রুমির সাথেই সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।"[১০]

তিনি মানুষকেই শুধু প্রাধান্য দেননি; বরং তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টিজগতই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বলা চলে তিনি গাছপারা-লতাগুল্মকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা গাছপালা-লতাগুল্ম থেকেই মানুষের অধিকাংশ খাবার উৎপন্ন হয় যা খেয়ে মানুষ বেচে থাকে। এজন্যই সেগুলোর গুরুত্ব মানুষের চেয়ে কোন অংশে কম

[১০] সোহরাব সেপেহরী , পায়াম্বারে সাবজ, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩২৯ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-২৬

নয়। এ কারণে তিনি 'হাজমে সাবজ' গ্রন্থে বলেছেন- মানুষ কিছুদিন জীবন যাপন করার পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জীবনাবসান হয়, তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়; কিন্তু প্রকৃতি অবিচল; প্রকৃতির মৃত্যু নেই। আর এ কারণেই তিনি যেন 'প্রকৃতির কবি' হিসেবেই আবির্ভুত হয়েছেন আমাদের সামনে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালিনদের দৃষ্টিতে সেপেহ্‌রী

Dhaka University Institutional Repository

সমকালিনদের দৃষ্টিতে সেপেহরী

সমকালিন সমালোচকদের মূল্যায়ন এবং পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা একজন কবিকে কালের স্রোতে ঠিকিয়ে রাখে। সোহরাব সেপেহরী সে বিচারে নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ। সেপেহরীর সমকালীন কয়েকজন বন্ধু ও সমালোচকদের বক্তব্য এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো যাতে তার প্রকৃতি ও কবিমানস পাঠকের কাছে আরো প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

- **মাহদি আখাবানে সালেস :**

  "সেপেহরীর কবিতায় কয়েকটি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমত: তাঁর অধিকাংশ কবিতার নামগুলো খুব সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। দ্বিতীয়ত: তাঁর কবিতা একটি বিশেষ অবস্থাকে বর্ণনা করে। আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- তার কবিতার এ বৈশিষ্ট্য শুধু তার সমকালীন সময়ে বিরল তাই নয়; অতীতেও এর নজীর খুব একটা নেই (থাকলেও খুব কম)। আর তা হচ্ছে- তাঁর কবিতার ভাষা অলি-গলি বাজারের সাধারণ মানুষের ভাষার প্রতিরূপ। যদি কবিতা জ্ঞানহীন একজন ব্যক্তিও তার কবিতা পড়ে তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে তার কোন বেগ পেতে হবেনা।"[১]

- **দারঈউশ অশূরি :**

  "সেপেহরীর প্রকৃতি বন্দনা ইউরোপিয়দের প্রকৃতি বন্দনার মতো; কিন্তু সেপেহরীর গভীরতা অনেক বেশি এবং তাঁর প্রকৃতি বন্দনায় আমরা প্রাচ্য (চীন, জাপান) এবং ইসলামি এরফান (অধ্যাত্মবাদ) লক্ষ্য করি। মাশুকের প্রেমাস্পদ) এর প্রতি তার আকুলতা প্রচলিত আরেফ (যারা প্রেমাস্পদের জন্য উন্মাদ হয়ে থাকে)-দের মতো নয়।

[১] মোরতাজা কাখী সম্পাদিত, *হারিমে সা'য়ে সাবজ*, (মাজমূয়ে মাকা'লা'তে আখাবানে সালেস) ২য় খন্ড, তেহরান, যেমেস্তান প্রকাশনী, পৃ-১২১

তিনি শান্ত, নিরবে প্রেমাস্পদকে খুজে বেড়ান প্রকৃতির মাঝে। দিওয়ানে শামসে আমরা যে এরফান দেখতে পাই সেপেহরীর কবিতায় আমরা তা দেখতে পাইনা। দু' ধরণের এরফানের পার্থক্য খুবই সুস্পষ্ট।"[২]

- **খোসরু এহতেশামি :**

"সেপেহরী বড় বড় আরেফদের মতো একজন প্যানটায়েস্টিক চিন্তাবিদ। প্যানটাইজম এমন এক ধরণের চিন্তা যে, 'সকল বস্তুই খোদা; কিংবা সবাই খোদা'। সুফিরা যেমন বলে থাকে 'হামে উস্ত' (সবকিছুই তিনি)। তাঁর সামনে বিদ্যমান সবকিছুই খোদার প্রতিবিম্ব কখনো কখনো তিনি ধর্মীয় বিষয়াদিকে নিজস্ব ঢংয়ে কাব্যিক রীতিতে বর্ণনা করেছেন। যেমন- "কোরআন বালা'য়ে সারাম/ বা'লিশে মান ইনজিল/ বাসতারে মান তাওরাত/ যিরপুশে মান আবেস্তা/ ভা বেদায়ী দার নিলুফারে অ'ব" (আমার মাথার উপরে কোরআন/ ইঞ্জিল আমার বালিশ/ তাওরাত আমার বিছানা/ আবেস্তা আমার জামা/ বেদ হলো পানির মধ্যে ফুটে থাকা পদ্মফুল)। সমগ্র 'হাশত কেতাব' (সেপেহরীর কাব্য সমগ্র)-এ আমরা দেখতে পাই সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে খোঁজার প্রয়াস। ...সেপেহরী এমন একজন প্রেমিক যিনি আলোক রস্মিকে বন্ধুকে খোঁজার মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনা এমন যে, তিনি যেন খুব অন্ধকারে বসবাস করছেন আর সর্বদা আলোকের সন্ধান করছেন"[৩]

- **কারিম ইমামিঃ**

"সেপেহরীর কবিতা আধুনিক কবিতার মধ্যে নিমায়ি কাব্যধারার অন্তর্ভুক্ত। ক্লাসিক এবং আধুনিক কবিতার সাথে তার সম্পর্ক না থাকার বিষয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন কিন্তু

[২] *পায়ামি দার রাহ* (মাকালাতি আয দারয়িশে অশূরি, ভা দিগারান), ৩য় সংস্করণ, তেহরান: তোহুরি প্রকাশনী ১৩৬৬, পৃ- ২৬-২৭

[৩] নাসের বোযোরগ মেহের সম্পাদিত *ইয়াদমানে সোহরাব সেপেহরী*, তেহরান: দাফতারে নাশরে হোনারি ১৩৬৭, মোতাবেক ১৯৮৮ পৃ-৩১-৩২

তাঁর কবিতায় আমরা কোন না কোন চিত্ররূপ বা চিত্রকল্প দেখতে পাই যা ফারসি কবিতার ক্ষেত্রে নতুনত্বের প্রতিক। তিনি কবিতাকে ছন্দ প্রকরণের ফ্রেম, সমমাত্রা, অন্ত্যমিল এর বন্ধন থেকে মুক্ত রেখেছেন কিন্তু তাঁর কবিতা ছন্দময়, সুরেলা। তিনি ধ্বনি এবং শব্দের ব্যবহারে এক ধরণের সুর ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছেন। এই সুরেলা ভঙ্গিই তাঁর কবিতার অলঙ্কার। এটাকে আমরা 'কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি' বা তাঁর 'কবিত্ব' বলে অভিহিত করতে পারি। তাঁর এ মৌলিক কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের থেকে তাঁকে আলাদা করতে সাহায্য করে।"[৪]

- **ড. রেযা বারাহানী :**

"কৌশলগত দিক থেকে সেপেহরীর কবিতা রচনা নিমা, আখাবান, শামলু, কিংবা ফোরুগের মতো নয়। তাঁরা কবিতার ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তাঁরা এটা খুব ভালভাবে জানেন যে, শামলু স্টাইলে কবিতা রচনা নিমা, আখাবান, এবং ফোরুগের চেয়ে সহজতর; কিন্তু সেপেহরীর কবিতার কৌশল অনেক বেশি শক্তিশালি। যদিও সেপেহরীর কবিতা ক্লাসিক স্টাইলের নয়; কিন্তু সেপেহরীর কবিতায় ক্লাসিক কবিতার প্রভাব বিদ্যমান। সেপেহরী জন বাডিজাম (Zen Budhism) ও উইলিয়াম ব্লেক (William Blake) এর প্রভাব প্রবলভাবে বিদ্যমান।"[৫]

- **ড. ইসমাইল হাকিমি :**

"সেপেহরী কবিতার জন্য যে মোলায়েম ছন্দ নির্বাচন করেছেন যাতে তাঁর শব্দ এবং অর্থ খুবই যথাপোযুক্ত। যদিও তার ছন্দ সুনিদিষ্ট কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেপেহরী ওজন

[৪] পায়ামি *দার রাহ, মাকালাতি আয দারয়িশে অশূরি, ভা দিগারান*, (৩য় সংস্করণ, তেহরান: তোহুরি প্রকাশনী ১৩৬৬), পৃ- ৫৬-৫৭

[৫] নাসের হারিরি সম্পাদিত *হুনার ভা আদাবিয়াতে এমরুয*, (গোফত ও শানভাদি বা' দাকতুর বারাহানি), বাবেল: কেতাব সারায়িয়ে বাবেল, ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৬৮ খ্রি., পৃ- ১২৭-১২৮

এবং শব্দ নির্বাচনে কখনো নিমায়ি স্টাইলে বা কখনোবা একান্তই নিজের মতো। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ কবিতা মাত্রা, ছন্দ ও অন্তমিল বিহীন।"[৬]

- **হাসান হোসাইনি :**

'যদি নিমা ইউশিজের পরবর্তী কোন কবির কবিতায় নিজস্ব স্টাইল খুজতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সোহরাব সেপেহরীর দ্বারস্থ হতে হবে। সেপেহরীর কবিতায় বৌদ্ধ ও অন্যান্য দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান। তাঁ কবিতায় আমরা সাবকে হিন্দি[৭] (হিন্দি স্টাইল) এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। যা তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।'[৮]

- **ড. সালেহ হোসাইনি :**

"সোহরাব এমন একজন কবি যার কবিতায় 'তালমিহ'[৯] এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। আধুনিক ফারসি কোন কবির কবিতায় এমন ধর্মীয় ও পৌরানিক কাহিনীর ইঙ্গিত খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। যদিও লক্ষ্য করা যায় তবে তা সোহরাব সেপেহরীর তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তার কবিতায় পৌরানিক কাহিনীর উপস্থিতি যে কবির চেয়ে অনেক বেশি। এটা মূলত: তার একটি শিল্পরূপ। আধুনিক অন্যান্য ফারসি কবিদের সাথে তাঁর পার্থক্য এখানেই।"[১০]

- **মোহাম্মাদ হোগুগি :**

"সেপেহরীর কবিতায় যথাক্রমে- ১. কাব্যালঙ্কার ২. বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি ৩. বিশ্বদর্শন এই তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁর কবিতার এ তিনটি মৌলিক কাঠামোর প্রতি তিনি

---

[৬] নাসের বোযোরগ মেহের সম্পাদিত *ইয়াদমানে সোহরাব সেপেহরী*, সম্পাদনা, তেহরান: দাফতারে নাশরে হোনারি ১৩৬৭, মোতাবেক ১৯৮৮ পৃ-১৩৩

[৭] যে রচনাশৈলী হিজরি একাদশ শতাব্দির (খ্রিস্ট্রিয় সপ্তদশ শতাব্দি) গোড়ার দিক থেকে শুরু করে হিজরি দ্বাদশ শতাব্দির (খ্রিষ্ট্রিয় অষ্টাদশ শতাব্দি) মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরানের সাহিত্য চর্চার অঞ্চলগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা সাবকে হিন্দি বা ভারতীয় কাব্যরীতি নামে পরিচিত।

[৮] *বেইদেল, সেপেহরী ও সাবকে হিন্দি*, তেহরান: এন্তেশারাতে সারুস, (১৩৬৭ মোতাবেক ১৯৮৮ খ্রি.) পৃ-৫৬

[৯] যে শব্দের মধ্যে কোন ঘটনা বা বিষয়ের বা পৌরানিক কাহিনির ইঙ্গিত থাকে তাকে ফারসি সাহিত্যের পরিভাষায় তালমিহ বলে।

[১০] সালেহ হোসাইনি *সম্পাদিত*, *নিলুফরে খামুস*, তৃতীয় সংস্করণ, এনতেশারাতে নিলুফার, ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৯৪, পৃ- ৫৫-৫৬

সচেষ্ট ছিলেন সমগ্র কাব্য জুড়ে। .....তাঁর কবিতায় বর্ণ এবং শব্দের পুনরাবৃত্তি এক মধুর ঝংকার সৃষ্টি করেছে।"[১১]

- **সিমিন দানেশভার :**

সোহরাব সেপেহরী তাঁর সমগ্র কাব্যে বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন যা অতি উচ্চমার্গের। তাঁর কবিতা এক ধরনের চিত্র শিল্প আর তাঁর চিত্রশিল্প এক ধরণের কবিতা। তাঁর কবিতায় এক ধরণের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঞ্চার রয়েছে। তাঁর এ অনুভূতির ভ্রমণ ইরানি এরফান (অধ্যাত্মবাদ) থেকে আরম্ভ করে প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদ (যেমন জাপান) পর্যন্ত। তাঁর কবিতায় এ চিন্তা চেতনার প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১২]

- **নুসরাত রাহমানি :**

"সোহরাব একইসাথে ভারতীয়, জাপানি এবং ইরানি অধ্যাত্মবাদের সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি কবিতা রচনায় এর উপদান ব্যবহার করতেন। এজন্য তিনি অন্যান্য কবিদের চেয়ে ভিন্নতর মাত্রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এ সকল মতবাদ থেকে যে সকল প্রজ্ঞা ধারণ করেছিলেন তা তাঁর কবিতায় প্রতিভাত করে তুলেছেন।"[১৩]

- **ড. হামিদ যাররিনকূব :**

"সোহরাব এর কবিতা অন্তরাত্মার বর্ণনায় স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারি। তিনি সমাজের কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রশংসা করতেননা; বরং স্বাধীন চিন্তা চেতনাকে কবিতায় শৈল্পিকভাবে বিমূর্ত করে তুলতেন। ....তিনি সবকিছুকে কাব্যিক দৃষ্টিতে দেখতেন। সবকিছুই তাঁর কাছে ছিলো আধ্যাত্মিকতার উপাদান। তিনি প্রত্যেক বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতেন এবং তাদেরকে রূপকভাবে জীবিত করে তুলতেন। এজন্য সেহেপরির বর্নিত

---

[১১] *শে'রে যামানে মা'* (সোহরাব সেপেহরী অংশ) চতুর্থ সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে নেগাহ, ১৩৭৪ মোতাবেক ১৯৯৫, পৃ-৩২,৩৪.

[১২] নাসের হারিরি সম্পাদিত, *দারবারেয়ে হোনার ভা আদাবিয়াত*, গোফত ভা শানুন ভা সিমিন দানেশভার), (বাবেল: কেতাবসারায়ে বাবেল, ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ- ৭০-৭২

[১৩] হামিদ সিয়াহপুশ সম্পাদিত *বা'গে তানহায়ি*, সম্পাদনা: (এস্পাহান: এনতেশারাতে আসপাদানা' ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৯৪), পৃ-২৪৯

সকল বস্তুই ভিন্ন মাত্রায় কথা বলতো, অনুভূতি প্রকাশ করতো। জড় বস্তুর সাথে কথোপকথনে তিনি স্বতন্ত্র্য।"[১৪]

- **ড. মুহাম্মদ রেযা শাফিয়ি কাদকানি :**

"এ সময়ের এমন একজন আশ্চর্য কবিকে আমরা জানি যিনি এমন এক প্রকার অধ্যাত্মবাদের প্রকাশ করেছেন যার সাথে প্রাচীনপন্থি আরেফদের কোন মিল নেই; বরং এতে কিছুটা বৈদিক ও চীন-জাপানি অধ্যাত্মবাদের মিল রয়েছে। যার প্রকৃত প্রতিবিম্ব হচ্ছেন সোহরাব সেপেহরী। সেপেহরীর অধ্যাত্মবাদ এমন এক মতবাদ যা ইসলামি ইরানি এরফানের চেয়ে ব্যতিক্রম। যা একান্তই কবির নিজস্ব ভাবনা যার উৎস প্রাচ্য ও ভারতিয় অধ্যাত্মবাদ।"[১৫]

- **ড. সিরুস শামিসা :**

"আমি ঠিক জানিনা সোহরাব সেপেহরী কতটা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে বা কৃষ্ণ মূর্তিতে বিশ্বাস করেন; কিন্তু তার মতবাদ কৃষ্ণের কাছাকাছি। অবশ্য এরকম ভাবনা আমাদের অধ্যাত্মবাদে এক সময় বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু ইসলামের আগমনের পরে তার অস্তিত্ব খুব একটা নেই। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ অতীতে ইরানে আগমন করেছিলো কিন্তু কালের বিবর্তনে তা হারিয়ে গেছে।"[১৬]

- **কামিয়ার আবেদি :**

"সেপেহরী খোদাপ্রেমকে দ্ব্যর্থবোধকভাবে তার কবিতায় স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'উপত্যকার জোছনা মূহ্যমান/ যখন ভোরের আলো ফুটে উঠলো/ মনে হয় যেন খোদাকে

---

[১৪] *চাশম আনদা'যে শে'রে নোয়ে ফা'রসি* তেহরান: এনতেশারাতে তূস, ১৩৫৭ মোতাবেক ১৯৭৮ খ্রি.) পৃ- ১২১

[১৫] *আদভারে শে'রে ফা'রসি*, (আয মাশরুতিয়াত তা' সুকুতে সালতানাত), তেহরান: এনতেশারাতে তূস, ১৩৫৯ মোতাবেক ১৯৮০ খ্রি. পৃ- ৭৮

[১৬] শামিসা, *নেগাহী বে সেপেহরী* (তয় সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে মোরভারেদ, ১৩৭২ মোতাবেক ১৯৯৩ খ্রি., পৃ- ১৪-১৫

দেখা গেলো'। সেপেহরীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যের মাঝেই খোদার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"[১৭]

- **ফোরুগে ফোরূগযাদ :**

"সেপেহরীর সাথে অন্যান্যদের পার্থক্য হলো সেপেহরীর চিন্তা ও অনুভূতির জগত অনেক বেশি বিস্ময়কর। তিনি নিদিষ্ট কোন সময় বা সমাজের বিষয়ে কথা বলেননি, তিনি মানুষ এবং জীবনের কথা বলেছেন আর এ কারণেই তার ক্যানভাস অনেক বিস্তৃত। ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্বতা অবলম্বন করেছেন। সময়ই হয়তো তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করবে।"[১৮]

- **লায়লা গোলিস্তান:**

"সেপেহরীকে চিনতে হলে এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে, তাঁর কবিতা জীবন থেকে আলাদা কোন বিষয় ছিলনা। তিনি ছিলেন জীবন ঘনিষ্ঠ কবি। সোহরাব যা যেভাবে দেখেছেন তাই বলেছেন, লিখেছেন। .... বোধ করি সোহরাবকে কাছ থেকে দেখার প্রয়োজন নেই, তার চিত্রশিল্প ও কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলেই আমরা সোহরাবকে খুব কাছে পাবো। তার সবকিছুই এর মধ্যে প্রকাশিত, সুস্পষ্ট। তিনি যা করতেন খুব আন্তরিকতার সাথে করতেন।"[১৯]

- **হুশাঙ্গ গোলশারি :**

শামলু ও আখাবানের কবিতার ভাষার বিপরীতে যারা কখনো প্রাচীন আবার কখনো আধুনিক জটিল ভাষাতেই তাদের কবিতা রচনা করতেন। ফোরূগের ভাষা ছিলো আধুনিক

---

[১৭] *আয মোসাহেবাতে অ'ফতাব*, তেহরান: নাশওে রেওয়াতে, ১৩৭৫ মোতাবেক, ১৯৯৬, পৃ- ২১২-২১৩

[১৮] *জাভেদানে যিসতান দার আওযে ম'নদান*, সম্পাদনা: বেহরূয জালালী, তেহরান : এনতেশারাতে মোরভারিদ, ১৩৭২ মোতাবেক, ১৯৯৩, পৃ- ২২৩

[১৯] লায়লা গোলিস্তান সম্পাদিত *সোহরাব সেপেহরী*, *শায়েরে নাককাশ্*, (তৃতীয় সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে আমির কবির, ১৩৬১, মোতাবেক ১৯৮২, পৃ- ১১-১২

কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক। আর আমরা যা দেখি যা শুনি সে ভাষায় যিনি কবিতা রচনা করেছেন তিনি সোহরাব সেপেহরী।"[২০]

- **মোহসেন মাখমালবাফ :**

তাঁর কবিতায় না শাসকের প্রশংসা আছে না বিরোধীদের প্রতি গালাগাল; রয়েছে দয়াদ্রতা ও মমত্ববোধ। কেউ যদি রাগে অস্থির হয়ে ওঠে সেপেহরীর কবিতা অধ্যয়নে সে আরাম ও শান্তি খুঁজে পাবে।"[২১]

- **আলী মুসায়ী গারমারুদী :**

"সেপেহরীর কবিতার কয়েটি বৈশিষ্ট্য আছে। যার একটি হচ্ছে- সেপেহরীই প্রথম কবি যিনি আধুনিক কথোপকথনের ভাষাকে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- চিত্রকল্প অংকন। তিনি কবিতার ভাষায় চিত্রকল্প অঙ্কণে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আর এ ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতিকেই বেছে নিয়েছেন। সেপেহরীর চিন্তার ক্ষেত্রে এক ধরনের বিশেষ অধ্যাত্মবাদ রয়েছে যাকে "প্রকৃতির অধ্যাত্মবাদ" নামায়ন করা যায়। প্রাচীনপন্থি আরেফগণ খোদার সাথে মিলিত হবার জন্যে অস্থির ছিলেন; আর সেপেহরী ইসলামের ইতিহাসে এমন একজন সাহসি আরেফ যিনি খোদাকে প্রকৃতির মাঝে খুঁজেছেন।"[২২]

- **ড. মুহাম্মদ জা'ফর ইয়াহকী :**

"কবিতার গঠন, আঙ্গিক, ছন্দ, অন্তমিল প্রভৃতি বিচারে সেপেহরী মুক্ত। তবে তার অধিকাংশ কবিতা সুরেলা। আর সেক্ষেত্রে তিনি, ধ্বনি, শব্দকে ব্যবহার করে এ সুরতরঙ্গ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন। সেপেহরীর কবিতার নরম মোলায়েম সুর যা অন্য কোন কবির

---

[২০] *দার সেতায়েশে শে'রে সোকুত*, তেহরান: এনতেশারাতে নিলুফার, ১৩৭৪ মোতাবেক, ১৯৯৫, পৃ- ৭৭

[২১] *হাফতে না'মে অভায়ে শোমাল*, (ভিজ্বেয়ে ইয়াদমা'নে সোহরাব) সংখ্যা-৮৫, ১৪ মেহের, ১৩৭৩, মোতাবেক-১৯৯৪ খ্রি. পৃ-১৪

[২২] নাসের হারিরি সম্পাদিত, *দারবারেয়ে হোনার ভা আদাবিয়াত*, (গোফত ভা শানুন ভা সিমিন দানেশভার), (বাবেল: কেতাবসারায়ে বাবেল, ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ-১৩৭-১৩৮

সাথে মিলবেনা। আর এটাই তার স্টাইল। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প ছিলো প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। যা মানুষের অনুভূতি ও মনকে ছুঁয়ে যায়।"[২৩]

- **ড. গোলাম মোহসেন ইউসুফি :**

"সহজ-সরলতা সেপেহরীর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার কবিতার ভাষা মানুষের হৃদয়গ্রাহি এবং কোন প্রকার জটিলতা ছাড়া সরল বর্ণনার প্রতিবিম্ব।.....তাঁর অধিকাংশ কবিতা একই ধরনের ছন্দে রচিত। তিনি কবিতায় অন্তমিলের পেছনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। কবিতার ব্যাকরণগত নিয়মের বালাই তার কবিতায় খুব একটা পরিদৃষ্ট হয়না।"[২৪]

- **ড. মাহ্‌দি আশরাফ**

"Sohrab a poet who paints his imaginations or a painter who composes his potrats. Because if not to say all, most of his poems are so pictureaque and so mingled with imaginations that the reader could see the pictures displayed before his eyes; at the same time his paintings are so imaginative that they are closer to poetry than the paintings and designs created by an artist. But the Sohrab Sepehry is not confined to this specification and enjoys other characteristics too. The most outstanding aspect ones are freshness and splendor. Sohrab despite all

[২৩] *চুন সাবুয়ে তেশনে*, তেহরান: এনতেশারাতে জামি, ১৩৭৪ মোতাবেক ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ-১৩৮

[২৪] *চাশমে রোওশান*, (পঞ্চম সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে এলমি, ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রি.) পৃ-৫৬০-৫৬৩

his mental creativities does not confined himself into the narrow zone of mind. The bird of his imagination fly through the window of his soul and has a kind and affectionate look around itself. And the same element of lively hood endows his poetry a splendor in another way."[25]

সেপেহরীর স্মরণে যাঁরা কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে মানসুর আওযি, সিমিন বাহবাহানি, ইসমাঈল জান্নাতি, নুসরাত রাহমানি, ফারামায সোলায়মানি, মোহাম্মাদ রেযা আব্দুল মোলকিয়ান, সিয়াভুস কাসরায়ি, ফরিদুন মুশিরি, নাদের নাদেরপুর, ফাওয়াদ নাযিরি প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য।[২৬] সেপেহরীর কবিতা বিশ্বময় যে সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে জার্মান, স্পেনিয়, ইংরেজি, ইতালিয়, তুর্কি, আরবি, ফ্রেন্স, পোল্যান্ডি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭]

সেপেহরী সবুজের, প্রকৃতির পতাকাবাহি অগ্রদূত একথা বলাই যেতে পারে। কোরআনের বাণী- تفكر فى خلق الله 'খোদার সৃষ্টির বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো' কবিতায় এর যথাযথ ব্যবহার করেছেন সোহরাব সেপেহরী।

[২৫] Dr. Mehdi Afsar, *The sound of Sohrab's Step*, Tehran: Namk Publications, 1384 as per 2005 B.C. page- 2 (introduction)

[২৬] কামিয়ার আবেদি, *আয মোসাহেবাতে অ'ফতাব*, তেহরান: নাশরে সালেস, ১৩৭৫ মোতাবেক, ১৯৯৬, পৃ-৫৬১- ৫৯৮

[২৭] প্রাগুক্ত- পৃ- ৬৫১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সেপেহ্‌রীর কবিতায় আধ্যাত্মিক চেতনার উপস্থাপনা

ক. তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতার পরিচয়

খ. সেপেহ্‌রীর কাব্যে আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ

গ. সেপেহ্‌রীর দার্শনিক ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতা

মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রন ও সৌন্দর্যমন্ডিত করার পাশাপাশি অন্তরভাগ তথা অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতিও ইসলাম নির্দেশ করে দিয়েছে। অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করার অর্থ হলো অন্তরকে প্রবৃত্তির সকল মলিনতা থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সমীপে সমর্পণ করা, আর এ সমর্পণের প্রচেষ্টাই তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতা নামে অভিহিত। যেস সব আয়াত ও হাদিসের ভিত্তিতে সুফিগণ অধ্যাত্মবাদের চর্চা করেন তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ-

'আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে তার ইবাদত করতে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল।'[১]

'তোমরা সৎকাজ করো আল্লাহ তায়ালা সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।'[২]

জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.) এর ইহসান সংক্রান্ত প্রশ্নে জবাবে বলেন-

'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি এতে সক্ষম না হও তবে (মনে করবে) তিনি তোমাকে দেখছেন।'[৩]

সুফিগণ এ জাতীয় অনেক আয়াত হাদিসকে ভিত্তিমূল ধরে তাসাউফ চর্চা করে থাকেন। তাঁরা মনে করেন এগুলোতে ইসলামের আধ্যাত্মিকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'ইসলামি পরিভাষায় আধ্যাত্মিকতার কয়েকটি সমার্থক শব্দ রয়েছে- যেমন- 'ইহসান', 'তরীকত', 'সূলক', 'তাসাউফ' প্রভৃতি। এ শব্দগুলোর মধ্যে তাসাউফ শব্দের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।'[৪]

---

১ *আল কুরআন*, সুরা আল বাইয়্যেনাত, আয়াত ৫

২ *আল কুরআন*, সরা আল বাকারা, আয়াত ১৯৫

৩ ইমাম বুখারী, *সহিহ বুখারি*, বাবু সুওয়াল জিবরিল আন নবি , ১ম খন্ড, পৃ-২৭

আভিধানিক দিক দিয়ে তাসাউফ শব্দটির মূলধাতু নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে[৫]। যেমন-

"১. الصفاء। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা। কেননা তাসাউফ অন্তরাত্মাকে পবিত্র রাখে। কাশফুল মাহযুব প্রণেতা বলেন- التصوف صفاء السر من كدورة المخالفة নিষিদ্ধ কাজ থেকে অন্তরাত্মাকে পবিত্র রাখাকে তাসাউফ বলে।

২. الصفو নিখাদ ভালবাসা, কেননা সুফিগণ আল্লাহর প্রতি নিখাদ ভালবাসা পোষণ করেন।

৩. الصوف। তুলা বা পশম, সুফিগণ পশমের পোষাক অধিকাংশ সময় পরিধান করতেন বলে তাদেরকে সুফি বলে অভিহিত করা হয়।

৪. আবু বকর ইবনে ইসহাক বুখারী বলেন- তাসাউফ শব্দটি هل। الصفة। আহলে সুফফা এর সাথে সম্পর্কিত, যাঁরা নবি করিম (সা.) এর সময় মদিনার মসজিদে নববীর এক পাশে অবস্থান করতেন। কেননা সুফিগণ আহলে সুফফা এর ন্যায় ত্যাগী জীবন যাপন করেন।"[৬]

৫.' الصف। কাতার বা সারি, এ মত আবুল কাশিম কুরাইশি পোষণ করেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন- 'সুফি الصف শব্দ থেকে উদ্গত, যেন তাঁরা আল্লাহর দরবারে আন্তরিকভাবে উপস্থিতির জন্য বিবেচনায় প্রথম সারে বা কাতারের।'[৭]

---

[৪] ড. মুহাম্মাদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়*, (ঢাকা": ইফাবা, ২০০৪)), পৃ-২৭

[৫] ড. তাহির আল কাদরি, *হাকিকাতে তাসাউফ*, (পাকিস্তান, মিনহাজুল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ-৭৮

[৬] ড. তাহির আল কাদরি, *হাকিকতে তাসাউফ*, (পাকিস্তান: মিনহাজুল কোরআন পাবলিকেসান্স, ২০০৩) ১ম খন্ড, পৃ- ৭৮

[৭] আবুল কাশিম আল কুশায়রি, *আর রিসালাতুল কুশারিয়াহ*, পৃ-১৬২

- হযরত আব্দুল কাদির জিলানী তার 'গুনিয়াতুত তালেবিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেন- তাসাউফ হলো সত্য তথা আল্লাহর সাথে সততা রক্ষা করা এবং সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ করা।[৮]
- ইমাম কারখি বলেন- 'তাসাউফ হলো প্রকৃত সত্যকে ধারণ করা এবং সৃষ্টির অমুখাপেক্ষি হওয়া।'[৯]
- শায়খ মুহাম্মদ বিন আহমদ আল মাগরি বলেন- 'সর্বাবস্থায় হক তথা প্রকৃত সত্তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা।'[১০]
- সুফি ইবনে আতা এর মতে- 'তাসাউফ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।'[১১]
- জুনাইদ আল বাগদাদির মতে- 'সুফিবাদ হচ্ছে হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, জাগতিক চেতনার অনুপস্থিতি, রিপুর দমন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ততা ও রাসুল (সা.) এর শরিয়ত মোতাবেক জীবন ধারণ।'[১২]
- ফারসি ভাষায় তাসাউফ এর সমার্থক শব্দ پشمی پوشی বা পশমি কাপড় পরিধানকারি। এ তরিকার অনুসারিদেরকে সুফি, এবং এ তরিকাকে صوفیه বা সুফিবাদ বলে।[১৩]

ইলমে তাসাউফকে একটি শাস্ত্র বিবেচনায় সংজ্ঞা দেয়া যায় এভাবে-

---

[৮] ড. তাহির আল কাদরি, *হাকিকতে তাসাউফ*, (পাকিস্তান: মিনহাজুল কোরআন পাবলিকেসান্স, ২০০৩) ১ম খন্ড, পৃ- ১৩৭

[৯] প্রাগুক্ত- পৃ-১৩৬

[১০] প্রাগুক্ত- পৃ-১৩৫

[১১] আবু বকর মুহাম্মাদ আল কালাবাদি , *আত তা'আররুফ লিমাযাহাবি আহলিত তাসাউফ* (কায়রো: আল মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত তুরাছ, ১৯৯২) পৃ-১০৭

[১২] আবু বকর মুহাম্মাদ আল কালাবাদি , *আত তা'আররুফ লিমাযাহাবি আহলিত তাসাউফ* (কায়রো: আল মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত তুরাছ, ১৯৯২) পৃ-৩২

[১৩] *দানেশনা'মেয়ে যাবা'ন ভা আদাবিয়া'তে ফা'রসি*, ৩য় খন্ড, সম্পাদনা ইসমাঈল সায়াদাত, তেহরান, ফারহাঙ্গাস্তানে যাবা'ন ভা আদাবিয়া'তে ফা'রসি, পৃ- ৩৪৯

'তাসাউফ একটি শাস্ত্র, যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি, চারিত্রিক পরিচ্ছনতা ও মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন তথা যাহির ও বাতিন নির্মাণের অবস্থানসমূহ জানা যায়, যাতে চিরন্তন সৌভাগ্য অর্জিত হয়, নফসের সংশোধন হয় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর সন্তুষ্টি ও মা'রিফাত লাভ করা যায়। তাসাউফ শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে শুদ্ধি করণ, পরিচ্ছন্নকরণ এবং অভ্যন্তরীন নির্মাণ এবং এর অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে চিরন্তন সৌভাগ্য অর্জণ।'[১৪]

তাসাউফ ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এর ভিত্তি আমল ও নিয়তে আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও তার সন্তুষ্টি অর্জণ। রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম এর যুগে ইসলামের অন্যান্য বিভাগ যেমন তাফসির, উসুলে ফিক্হ, ইলমে কালাম ইত্যাদির নাম ও পরিভাষা দেখতে পাওয়া যায়না। তবে এগুলোর মৌলিক নীতি ও সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিদ্যমান ছিল। এসব শিরোনামের অধীনে এই বিভাগগুলো পরবর্তীকালে সম্পাদিত হয়। সুফিগণ মনে করেন অনুরূপভাবে ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তাসাউফও তখনকার যুগে বিদ্যমান ছিল। কেননা, আত্মশুদ্ধি খোদ নবি (সা.) এর কর্তব্যসমূহের অর্ন্তভূক্ত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন-

'তিনি এমন এক সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর নির্দেশাবলি বর্ণনা করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দিবেন।'[১৫]

---

[১৪] মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত, *ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ*, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ-১১-১২

[১৫] *আল কুরআন*, সুরা জুমআ', আয়াত-২

পরবর্তীকালে যারা ইসলামের এই ক্ষেত্রে কাজ করেছেন এবং এর বাহক ও বিশেষজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছেন তাদের জীবনে সংসারের প্রতি অনাসক্তি, সংযম, আন্তরিকতা ও অনাড়ম্বরতার উৎকৃষ্ট নমুণা ছিল। তাদের খাদ্যও অনাড়ম্বর, কাপড়ও মোটা এবং সাদাসিধে; এ কারণে তাঁরা জনগণের মধ্যে সুফি হিসেবে খ্যাত হন এবং এ মিলের কারণে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ধর্মের এই বিভাগকে পরবর্তীকালে তাসাউফ নাম দেয়া হয়েছে। আল কুরআনুল কারিমে একে 'তাকওয়া', 'তাযকিয়া', 'খাশইয়াতুল্লাহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদিস শরিফে একে 'ইহসান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইসলামি বিধান মতে একজন মানুষের কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে যেগুলোকে বাহ্যিক ইবাদত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সালাত কায়েম করা, সিয়াম পালন করা, খারাপ ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। আবার এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো অভ্যন্তরীন বলে চিহ্নিত। এর মধ্যে রয়েছে ঈমান, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, অহংকারবোধ থেকে মুক্ত থাকা ইত্যাদি। তাসাউফ এক ধরণের প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি শেষোক্ত দায়িত্বগুলো প্রতিপালনের জন্য সচেষ্ট থাকে।

একথা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিধি-বিধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, শাস্তি-দন্ডবিধি প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রনের জন্য রয়েছে ফিক্হ বা ইসলামি আইন। এ বিষয়গুলোর একটি অভ্যন্তরীন দিকও রয়েছে। একটি হলো সালাত আদায়ের নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান সংক্রান্ত আর অপরটি

হলো সালাতের প্রতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। এখানে প্রথমটি ইলমে ফিক্‌হ এবং দ্বিতীয়টি তাসাউফের অন্তর্ভূক্ত।[১৬]

আধ্যাত্মিকতা সকল ধর্মেই স্বীকৃত। ইয়হুদী, খ্রিষ্ট্রসহ ইসলামপূর্ব ঐশিধর্মে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। এমনকি মনুষ্য তৈরি অনেক ধর্ম ও মতবাদেও মানুষের অভ্যন্তরীন চর্চা রয়েছে। সকল ধর্মের আধ্যাত্মিকতার সাথে কিছু মিল থাকলেও ইসলামি আধ্যাত্মিকতা বা সুফিবাদ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লালন করে। তবে উদ্দেশ্যে ও কর্মপন্থার দুটি বিষয়ে সকলের ক্ষেত্রে দুটি মিল প্রনিধানযোগ্য। প্রথমত: পরম সত্তা তথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একান্ত কামনা। দ্বিতীয়ত: দুনিয়ার প্রতি বিরাগ। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় যুহদ বা যুহদিয়্যাত।

'যুহদিয়্যাত শব্দটি যুহদ শব্দ হতে গৃহিত। আভিধানিক অর্থ হলো তপশ্চর্যা, তপস্যা, সন্নাস, সংসার ত্যাগ ইত্যাদি।'[১৭] এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Renunciation, Abstemiousness, Abstinence, Asceticism'.[18] 'যুহদ শব্দের কর্তৃবাচ্য বিশেষ্য হচ্ছে 'যাহিদ' এর অর্থ হচ্ছে সাধক, তাপস, সন্নাসি, সংসারত্যাগি, দরবেশ ইত্যাদি।'[১৯]

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের একাধিক স্থানে এ শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 'তারা তাকে কম মূল্যে বিক্রয় করে দিলো গুনান্বিত কয়েক দিরহাম এবং তার ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।'[২০]

---

[১৬] ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়*, পৃ-১১১

[১৭] ড.মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮) পৃ-৩০৮

[১৮] J.M. Crown, *Arabic English Dictionary*, page- 383

[১৯] প্রাগুক্ত

[২০] *আল কুরআন*, সুরা ইউসুফ, আয়াত-২০

মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন- 'হযরত আবুল আব্বাস সাহল ইবন সা'দ আস সা'ইদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এসে বলল - হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! আমাকে এমন কোন আমলের কথা বলে দিন যখন আমি তা করবো, তখন আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। উত্তরে তিনি বললেন- দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন; আর মানুষের কাছে যা কিছু আছে, সে দিকে লোভ করনা, মানুষও তোমাকে ভালবাসবে।'[২১]

মুযামুল ওয়াসিত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'হিসাব-নিকাশের ভয়ে বৈধভাবে পরিত্যাগ করা এবং শাস্তির ভয়ে অবৈধ বস্তু থেকে বিরত থাকাই যুহদ।'[২২]

ডিকশোনারী অব ইসলাম গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> 'The divine love, expelling allowedly desires from his heart, Leads him to the next stage which is 'Zuhd' or seclusion.'[২৩]

ইবন মানযুর 'যুহদ' এর সংজ্ঞায় বলেন- 'ইহলৌকিক জীবনের প্রতি অনাকাঙ্খা ও অনিহাই যুহদ।'[২৪]

আল্লামা জুবরান মাসউদ বলেন- 'যুহদ হচ্ছে কোন বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং তা পরিত্যাগ করা'[২৫]

---

[২১] শেখ গোলাম মুহিউদ্দিন, মুফতি নুরুদ্দিন সম্পাদিত, *কিতাবুস সালেহিন*, (ঢাকা: দারুত তানফেয, ২০০৪) পৃ-১৩৭

[২২] ইব্রাহিম আনিস প্রমুখ সম্পাদিত, *আল মু'জামুল ওয়াসিত* (দিল্লী: দারুল ইশায়াত আল ইসলামিয়া) পৃ-৪০৩

[২৩] Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Dehli, Cosmo Publications, 1978) P- 160

[২৪] ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, তৃতীয় খন্ড, পৃ-১৮৭৬

[২৫] জুবরান মাসউদ, *আল রায়িদ*, (বায়রত: দারুল ইলম লিল মালায়িন) ১ম খন্ড, পৃ-৭৮৭

মূলত যুহদ বলতে বুঝায় প্রথম পাপকাজ হতে যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত তা হতে এবং আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে বা বিচ্ছিন্ন করে দেয় এমন যে কোন জিনিস হতে সংযম অবলম্বন বা আত্মসংবরণ। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করা এবং সৌন্দর্য চর্চাকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করে মধ্যম ধরণের ও তাকওয়া সহকারে দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে কুরআনে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই 'যুহদ'।

ইসলামের দৃষ্টিতে যুহদ দুনিয়ার ভোগবিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব এবং তার প্রতি অনাসক্তি। তবে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে একেবারে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করাও ইসলাম অনুমোদন করেন; বরং আখিরাত অর্জনের চেষ্টায় সে নিয়োজিত থাকবে আবার দুনিয়ার একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরশাদ করেন-'আল্লাহ তোমাদের যা দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেওনা।'[২৬]

ইসলামি যুহদিয়াতের বাস্তব নমুনা রাসুল (সা.) এর গোটা জীবন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- 'রাসুল (সা.) একাধারে কখনো তিনদিন পেটপুরে আহার করেননি।'[২৭] আল্লাহর রাসুল (সা.) ছিলেন আদর্শ যাহিদ। তিনি দুনিয়ার আরাম আয়েশ, চাওয়া-পাওয়া, দুনিয়াবি জিনিসের প্রতি আসক্ত হওয়া, দুনিয়ার ধনসম্পদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেননা। দুনিয়াতে অবস্থানের

---

[২৬] *আল কুরআন*, সুরা কাসাস, আয়াত-৭৭

[২৭] কাযি ইয়ায, *আশ শিফা বিত'রিফি হুকুকিল মুসতফা*, (বায়রুত: দারুল কুতুবআল ইসলামিয়া, তা.বি) ১ম খন্ড, পৃ-১৪১

কারণে যতটুকু একেবারে না হলেই নয় তাই তিনি গ্রহণ করতেন এবং তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন অতীব সংকীর্ণ। নবিকরিম (সা.) দুনিয়ার জীবনকে গাছের নীচের ছায়ায় পথিক ব্যক্তির বিশ্রাম গ্রহণের সাথে তুলনা করেছেন। পথিক যেমন গাছগুলোকে নিজের বাসস্থান মনে করেনা, তাকে সুসজ্জিত সুশোভিত করার কোন চিন্তা করেনা; বরং কোনো রকম বিশ্রাম নিতে পারলেই তৃপ্তি লাভ করে এবং সামনে পথের চিন্তাভাবনা করতে থাকে, তেমনি একজন যাহিদ দুনিয়াকে নিজের বাসগৃহ মনে করতে পারেনা।

আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদের মিলঃ

আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদ দুটোই পরম সত্ত্বা তথা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং মিলিত হওয়ার পন্থা শিক্ষা দেয় এবং পরমাত্মা তথা আল্লাহর সাথে মানবাত্মার মিলনের সম্ভাবনার কথা বলে। আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদ ঊভয়ই আধ্যাত্মিক সাধনা, ভক্তি ও আনন্দের পরিচায়ক। আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদ সবসময় সর্বত্র পরম সত্ত্বা আল্লাহর অস্তিত্বের জানান দেয়, ফলে সব কিছুতেই সে আল্লাহকে দেখতে পায়। এখানে উভয় পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম সত্ত্বা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও চরম সত্য সম্পর্কে জানা।

আধ্যাত্মিকতা ও সুফিবাদের মধ্যে পার্থক্য :

ক. আধ্যাত্মিকতা কোন ধর্মে সীমাবদ্ধ নেই; কিন্তু সুফিবাদের কথা শুধু ইসলামই বলে থাকে।

খ. আধ্যাত্মিকতার এমন সব নিয়ম কানুন ও কার্যাবলি রয়েছে যা সুফিবাদে নেই।

গ. আধ্যাত্মিকতা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এমন বাধ্যবাধকতা নেই অন্যদিকে সুফিবাদ শুধুমাত্র ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা এর উৎপত্তি ইসলামেই হয়েছে।

ঘ. আধ্যাত্মিকতা ধর্মের কথা বললেও তা ধর্মের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলেনা। অন্যদিকে সুফিবাদ সর্বাবস্থায় শরীয়ত মেনে চলে।

ঙ. আধ্যাত্মিকতা বা মরমিবাদ একটি সার্বজনীন বিষয়। কিন্তু সুফিবাদ হচ্ছে ইসলামি যুহদিয়াতের যথাযথ নাম।

একজন সাধক ও একজন সুফিঃ

একজন সাধক খোদার সাথে একিভুত হতে চেষ্টা করে যাতে মানুষের বোধগম্যতার বাইরে গিয়ে সত্যকে জানতে পারে।[২৮]

অন্যদিকে একজন সুফির হৃদয় সর্বদাই আল্লাহর রাহে নিবেদিত। সে কোন কিছু অধিকারে রাখেনা আবার কেউ তাকে অধিকারও করতে পারেনা। একজন সুফি আল্লাহর দ্বারা নির্বাচিত হয় যে কারণে সে সকল জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।[২৯]

একজন সাধক তাঁর ধ্যানের মাধ্যমে খোদার সাথে একিভুত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়। এতে করে সে মানুষের বোধগম্যতার বাইরে গিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তিকে সত্য বলে জানে।[৩০]

---

[২৮] এ এস হর্ণবাই, *অক্সফোর্ড এ্যাডবান্স লারনার্স ডিকশোনারী*, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ-৮২০

[২৯] আবু বকর মুহাম্মদ আল কালাবাদি, *আত তাআ'ররুফু লিমাযহাবি আহত তাসাউফ*, পৃ-৩২

[৩০] *কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশোনারি*, পৃ-৪৫৬

একজন সাধক জ্ঞানের অন্বেষণে কোনো সাধারণ পন্থা অবলম্বন করেনা। সে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হাসিল করে ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে। তার কাছে বৃদ্ধিদীপ্ত চিন্তাধারার কোনো বালাই নেই এবং সে বিষয় বা বস্তু কে ভিন্ন করে দেখেনা।[৩১]

অন্যদিকে একজন সুফি হচ্ছেন মুসলিম সাধক যিনি ইসলামের আইন মেনে নিয়ে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। সে আল্লাহকে ভালবেসে তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং বন্ধু হিসেবে নিজেকে সমর্পণ করেন।

[৩১] S.H. Nadim , *A Critical Appreciation*, Introduction, page-9-10

Dhaka University Institutional Repository

সেপেহরীর আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ

সেপেহরী প্রকৃতির পতাকাবাহি। তিনি পানি, মাটি ও আলোর উত্তরাধিকারি। জন্মের পর মানুষ চোখ খুলেই প্রকৃতিকে দেখে। অথচ প্রকৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে খুব কম মানুষ। সোহরাব জানালা দিয়ে চুপি চুপি আকাশ দেখেছেন আর একে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বাগানে গিয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিয়েছেন আর পাতার শব্দে অদ্ভূত এক সঙ্গীতের মূর্ছণা খুঁজে পেয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টি যেন প্রেমের উদ্রেক করে। সোহরাব এর দৃষ্টিকোণ সকল প্রকার মানুষ এবং সকল সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা যেটাকে কোনো একটি বস্তু হিসেবে দেখি সেটাকে সেপেহরী গভীরভাবে দয়াদ্র দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেন। তাই সোহরাব হয়ে ওঠেন সাবধানি কবি। সোহরাব বলেন-

و من مسافرم، ای بادهای همواره!
مرا به وسعت تشکیل برگ ها ببرید.
مرا به به کودکی شور آب ها
برسانید
وکفش های مرا تا تکامل تن انگور
پر از تحرک زیبایی خصوع کنید.[১]

[১] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৩ (ভূমিকা থেকে সংকলিত)

অনুবাদ-

হে বহমান বাতাস! আমি এক যাযাবর
আমাকে সেখানে নিয়ে যাও
যেখানে শাখা থেকে পাতার উন্মেষ ঘটে
সেথায় নিয়ে যাও, যেখানে পানির ঝর্ণার সৃষ্টি হয়
আমাকে সেখানে নিয়ে চলো
যেখানে আঙুর পূর্ণ হয়ে ওঠে
যেথায় পত্র পল্লবের প্রতিটি কম্পন
বিনম্রতায় নত হয়ে আসে।

তিনি মনে করতেন মানুষের দুঃখের কারণ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। প্রকৃতির সাথে মিলিত হবার জন্য তার আকুতি। একাকীত্বের বেদনা মানুষকে অস্থির করে তোলে; স্বস্তিতে থাকতে দেয়না। এটা রূমীর দর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু দু'জন দুরকমভাবে বর্ণণা করেছেন। জালালুদ্দিন রুমি বালখি বলেছেন–

بشنو از نی چون حکایت می کند
وز جدائی ها شکایت می کند[২]

(বাঁশরির কান্না শোনো, সে কী হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ননা দিচ্ছে, বাঁশির সুরে মূলত: সে বাঁশঝাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হবার শোক বর্ণণা করছে)।

সেপেহরী বলেছেন-

[২] মাসনবিয়ে রুমি, মওলানা জালালুদ্দিন রুমি বালখি, আবদুল মজীদ অনূদিত,এমদাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা: সপ্তম মুদ্রণ, পৃ- ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ودر تنفس تنهایی

دریچه های شعور مرا به هم بزنید.

روان کنیدم دنبال بادبادك آن روز

مرا به حلوت ابعاد زندگی ببرید

حضور «هیچ» ملایم را

به من نشان بدهید. [৩]

অনুবাদ :

একান্ত একাকি নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে চাই

আমার সকল বোধের দরজা বন্ধ করে দাও

বাচ্চারা যেভাবে ঘুড়ির পেছনে মুক্তভাবে ছোটে

আমাকে সেভাবে সকল অনুভূতির অঙ্গন থেকে

একাকিত্বের জীবনে নিয়ে যাও

যেখানে শূন্যের উৎপত্তি

আমাকে সেখানে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দাও

সেপেহরীর কাছে জীবন হচ্ছে এক চলমান সময়ের সবগুলো দিক। আমরা সাধারণত যে বিষয়গুলো জীবনের তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করিনা সেপেহরীর কাছে উদাহরন হিসেবে সেগুলো উপেক্ষিত ছিলনা।

[৩] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৪

যদি সেপেহরীকে তাঁর কাব্যসমগ্র "হাশত কেতা'ব" এর আলোকে বিশ্লেষণ করি আমরা দেখতে পাবো যে, সোহরাব একজন খাঁটি প্রকৃতি প্রেমিক। আর তাঁর সমগ্র ভাবনা জুড়ে আছে আরেফ এর দৃষ্টিকোণ। যা মাযহাব, ধর্মের উর্দ্ধে। যার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক ভাবনা আছে। তবে নেই কোন রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিদ্রোহ। তার কবিতার নামগুলোও খুব হৃদয়গ্রাহী। তাঁর কবিতা আমাদের কাছে প্রকৃতিকে স্পষ্টতর করে দেয়। যে প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে লেগে আছে খোদার নমুনা। তাঁর প্রকৃতি বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্ট্রান, যারতুশতি, ইয়াহুদি বা কোন ব্যক্তি বিশেষের দর্শন নয়। তাঁর বিষয়বস্তু শুধুই প্রকৃতি। যার অসংখ্যত্বের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে একত্ববাদ এবং একত্বের মধ্যে বহুত্ববাদ। তার দৃষ্টিতে সব কিছুই প্রাণ শক্তি সম্পন্ন এবং সবছুিই জীবিত; এমনকি মৃত্যু![৪]

প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মতো করেই সবকিছুকে ব্যাখ্যা করে। আর এ কারণেই তার কবিতায় বিবৃত প্রকৃতিকে তিনি নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ যে কোনো বিচারেই সে প্রকৃতির অংশ। সেপেহরী বলেন- 'আমি মুসলমান'। কেউ হয়তো বলেন দেখেছো সে কেমন মুসলমান? আমাদের কেবলাকে সে একটি লাল ফুল বলে? তারা হয়তো সেপেহরীর মতো করে দেখেনা। এর মানে কি এই যে সেপেহরী ভুল বা তারা সঠিক? দৃষ্টিকোন একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিভিন্ন মানুষের কাছে উপস্থাপন করে। সেপেহরীর মুসলমানিত্ব প্রকৃতির কাছে সমর্পিত। সেটা কি প্রকারন্তরে খোদার কাছে সমর্পিত নয়? হয়তো তার বর্ণনাভঙ্গি ভিন্ন।

[৪] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৬

তিনি সৃষ্টির মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে পৌছুতে চেয়েছেন। সিম্বলিক বা রূপক বর্ণনাই ছিল তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য। তার বৈরাগ্য সহজাত প্রবণতার বাইরে কিছু নয়। এজন্য অবশ্য সেপেহরীকে নানা গঞ্জনা ও তিরস্কার সইতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে বৌদ্ধ বা যারতুশতী মতবাদের লোক বলে নিজের পরিচয়।

সেপেহরী এমন কবি ছিলেন না যে, তার কবিতার বিনিময়ে সুনাম, সুখ্যাতি বা প্রতিদান গ্রহণ করবেন; বরং প্রকৃতির পতাকাবাহি এ কবি কখনোই রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চাইতেন না।[৫] কেননা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ভন্ডামি করেন তারা প্রকৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেননা। পানি, বাগান, গাছ এগুলোর নিয়ম মানুষের নিয়মের সাথে মেলেনা। এদের একটা নিজস্ব নিষ্পাপ দরণ আছে যেখানে ভন্ডামির কোন স্থান নেই। যার জন্য মানুষ কোন নিয়ম সৃষ্টি করতে পারেনি। গাছ প্রকৃতির নিয়মেই নড়ে ওঠে, নদীর স্রোত তার নিয়ম মাফিক বয়ে যায়, পাখি তার ইচ্ছেমত গায়, ফুল তার ভঙ্গিতেই ফোটে; কেউ জোর করে ফোটাতে পারেনা। কোন মানুষেরই ক্ষমতা নেই তার মত করে প্রকৃতিকে পরিচালনা করবে। এটা কেউ করতে গেলে তারই ফল ভোগ করতে হয়। সেপেহরী বলেন-

بگذاریم که احساس هوایی بخورد
بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که می خواهد
بیتوته کند.
بگذاریم غریزه پی بازی برود

[৫] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ- ৫

کفش ها را بکند، و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد[৬]

অনুবাদ :

বাতাস সেবন করে আমার অনুভূতি সতেজ হয়

গাছের চারা বেড়ে ওঠাকে আমি অবলোকন করি

এানুষের সহজাত প্রবণতাকে আমি লক্ষ্য করি

স্বভাব বদলে ফেলে আমি বৈচিত্রময় ঋতুর কাছে

ফুলের কাছে ফিরে যাই।

সেপেহরীর প্রকৃতি কোন আকস্মিক বিষয় বা খোদাহীন নয়; বরং সবকিছুই তার কাছ থেকে আসা, তার পায়ের কাছ লীন, সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর কা'বা ভোরের বাতাস, যা বাগান থেকে বাগানে বয়ে বেড়ায়, শহর থেকে শহরে ঘুরে বেড়ায়, সর্বত্র গতিময়। তার খোদা স্থির ও দন্ডায়মান নয়; বরং গতিশীল, চলমান এবং সর্বব্যাপী বিরাজমান।

و خدایی که در این نزدیکی است
لای این شب بوهاست، پای آن کاج بلند.
روی آگاهی آب، روی قانون گیاه.[৭]

অনুবাদ:

খোদা সব সময় কাছেই আছে

সুবিশাল গাছে, ফুলে ফুলে

[৬] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৬
[৭] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৭

বয়ে চলা পানিতে

গাছের বৃদ্ধিচক্রে

সোহরাব প্রকৃতির মধ্যে গাছ-পালা-লতা-গুল্মকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। কেননা সবুজ গাছ-পালা, লতা-গুল্ম ব্যতীত পৃথিবীর অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব ব্যতীত গাছ-পালা, লতা-গুল্ম ঠিকই টিকে থাকতে পারবে।

সেপেহরী তাঁর সমগ্র কবিতায় মনুষ্য জগত নিয়ে খুব কমই কথা বলেছেন। তিনি প্রকৃতি নিয়ে অধিকাংশই কবিতা রচনা করেছেন। আর চিত্রশিল্পের বিষয়ও অবধারিত ভাবে ছিল প্রকৃতি। মানুষের ভালবাসায় একবার মন ভেঙ্গে গেলে আর তা ভালো হবার নয়; কিন্তু ফুল, পানি, মাটি, আসমান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়কে ভালবাসলে সেগুলো কখনো কষ্ট দিবেনা। কেননা প্রকৃতিকে ভালাবাসা খোদাকে ভালবাসারই নামান্তর।

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی سایه اش را به زمین
رایگان می بخشد، نارون شاخه خود را به کلاغ[৮]

অনুবাদ:

আমি শত্রুতা দেখিনি দু'টো গাছের মধ্যে

গাছের ছায়া কোন মূল্যায়ণ আশা করেনা

অফুরন্ত ছায়া দান করে বিনা মূল্যে

[৮] প্রাগুক্ত, পৃ-৮

শাখায় বসে থাকা পাখির কাছে ভাড়া দাবি করেনা

প্রকৃতির প্রতি ভালবাাসা কবিকে তার পরমাত্মার সাথে মিলিত হতে সাহায্য করে। বাঁশকে যদি বাশঝাড় থেকে কাটা না হয় তাহলে আর বাঁশরির করুণ সুর শুনতে হয়না। প্রাকৃতকি সৌন্দর্য খোদার নিয়ামত এ যেন কবির দেহে আত্মার সঞ্চার করে এবং অন্তরকে উৎফুল্ল করে তোলে। আমাদের চোখ সেপেহরীর মতো সুতীক্ষ্ম ও প্রকৃতি অনুসন্ধানী নয় বলে আমাদের চোখে সেপেহরীর মতো করে ধরা পড়েনা বা প্রকৃতির ছোঁয়া আমাদেরকে উৎফুল্ল করে তোলেনা।

من به سیبی خوشنودم
وبه بوییدن یک بوته بابونه
من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم.[৯]

অনুবাদ:

আমি ফল দেখে খুশি

আনন্দিত ফুলের ঘ্রাণে

আমি আয়নার পরিচ্ছন্নতায় তুষ্ট

প্রকৃতির প্রতি ভালাবাসাই যেন কবিকে বিশ্বের সম্রাট বানিয়ে দিয়েছে। তাঁর কাছে প্রকৃতির যে মূল্য অন্য কারো কাছে সেরকম করে নাই। প্রকৃতি তাঁর ইচ্ছাকে পূর্ণতায় রূপ দেয় এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত মনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলে।

هر کجا هستم، باشم
اسمان مال من است

[৯] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৯

پـنجره، فـکر، هـوا، عشق، زمـین مـال مـن است
چـه اهمیت دارد
گـاه اگـر مـی رویـنـد
قـارچ هـای غربـت؟[১০]

অনুবাদ:

যেখানেই থাকিনা কেন
আকাশ আমার সম্পদ
জানালা, চিন্তা, বাতাস, প্রেম, যমিন সবই আমার সম্পদ
কী এমন এসে যায়
যদি অবহেলিত মাশরুমের মতো বেড়ে উঠি

সোহরাব এক ভিন্ন চিন্তার মানুষ, ভিন্ন ধরণের কবি। যাকে বুঝতে পারা বা অনুবাদ করা সত্যিই দুরুহ। তিনি বলেন আকাশ তার নিজস্ব সম্পদ; কারণ তিনি আকাশের ভাষা বোঝেন। আমাদের মাথার উপরের এ সুবিশাল আকাশ নির্দিষ্ট কারো নয়। আকাশ অবলোকন করে যে প্রশান্তি লাভ করে আকাশ তারই। তেমনি জানালা দিয়ে আসা রোদ, প্রেমের অনুভূতি এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ। যে যেমন উপলব্ধি করতে পারে তার কাছে এগুলোর সংজ্ঞা সে রকম। কবির মতে আকাশকে যে তাঁর মতো আপন করে নিতে পারবে প্রকৃতি ও তাকে সেভাবে কাছে টেনে নেবে। তার সম্পদে পরিনত হবে।

[১০] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-৯

সোহরাব রাজনীতি পছন্দ করতেন না। রাজনীতি তাঁর ধাতে সইত না। তাঁর কবিতা হলো মৌলিক এবং সত্যবাদিতায় সমৃদ্ধ যা মানুষকে জাগিয়ে তোলে। অথচ রাজনীতিতে সত্যবাদিতার কোন স্থান নেই। তিনি একজন বিপ্লবী কবি হিসেবে অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারতেন ; কিন্তু অতীতকে অতীতে রেখে তিনি তাঁর কাব্য সাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মনে নতুন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছেন।

সোহরাবের কবিতা যদিও বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক কবিতা। কিন্তু এর গঠন এবং ভাষায় নতুনত্ব এবং গভীরতার সন্ধান পাই আমরা। সেপেহরী র ভাষা বিশেষ ধরণের এবং তার শব্দচয়ন ও শব্দগঠন এতটাই অভিনব যে, ইতো:পূর্বে কবিদের কবিতায় এমনটি প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

ভালবাসায় সিক্ত রাত, অমুখাপেক্ষি ঠান্ডা বাতাস, সন্দেহের গলি, সৌভাগ্যবান সবুজের গন্ডি, আনন্দের বৃষ্টি, উদ্ভাসিত প্লাটফর্ম এরকম শত উদাহরণ সম্ভবত: অনুভূতি এবং প্রকৃতির এমন সমন্বয় অন্য কোনো কবি ব্যবহার করেননি।

من صدای وزش ماده را می شنوم
وصدای، کفش ایمان را در کوچه شوق
وصدای باران را، روی پلک تز عشق
روی موسقی غمناک بلوغ
وی آواز انارستان ها[১১]

অনুবাদ:

[১১] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-১১

আমি অস্তিত্বের কাঁপন শুনতে পাই

ঈমানের পায়ের শব্দ ভালবাসার রাস্তায় শুনতে পাই

ভালবাসায় সিক্ত চোখের পাতায় যে বৃষ্টি পড়ে

আমি তার শব্দ শুনতে পাই

বড় হওয়ার বেদনা সঙ্গীত আমি অবগত

বৃক্ষ শাখায় পাকা ডালিম ফেটে যাওয়ার শব্দ

আমার পরিচিত।

সোহরাবের দৃষ্টিতে মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান। কবির মতে প্রকৃতির প্রতিটি পরতে পরতে স্রষ্টা দৃশ্যমান। যে কেউ চাইলেই তাঁকে দেখতে ও অনুভব করতে পারে।

تهی بود ونسیمی
سیاهی بود و ستاره ای
هستی بود و زمزمه ای
لب بود و «تو»یی[১২].

অনুবাদ:

যখন কিছুই ছিলনা

তখন সিগ্ধ বাতাস ছিলো

যখন অন্ধকার ও তারকারাজি ছিলো

তখনও গুনগুন আওয়াজের অস্তিত্ব ছিলো

আর ঠোটে ছিলো তোমার নাম

[১২] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩,পৃ-১১

সোহরাব প্রকৃতিকে দেখে তাঁর চোখের উজ্জ্বলতা বাড়াতেন এবং প্রকৃতির কাছেই রোগমুক্তি খুঁজতেন। বিস্তৃত প্রকৃতিই তাঁর কাছে ছিল একমাত্র সত্য, সঠিক ও মৌলিক।

تار و پود خاک می لرزد
می وزد بر من نسیم سرد هشیاری
ای خدای دشت نیلوفر
کو کلید نقره درهای بیداری ؟
در نشیب شب صدای حوریان چشمه می لغزد.[১৩]

অনুবাদ:

আমার অস্তিত্বের কম্পনে
সতর্কতার ঠান্ডা বাতাস
আমাকে নাড়া দেয়
হে পদ্মফুলের খোদা!
অচেতনতা থেকে জেগে ওঠার
সেই রুপার চাবি কোথায়?
গভীর রাতে আমি হুরিদের
চোখের পাতা নাড়ানোর শব্দ শুনতে পাই।[১৪]

সেপেহরী সর্বদা চলমান, গতিশীল। তাঁর গভীর দৃষ্টি ও অনুভূতি মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে সবকিছু বিবেচনা করতেই পছন্দ করে। তাঁর অনুভূতি সবকিছুকে ছুঁয়ে

---

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ-১১

[১৪] সুবহে সাদিকের সময়ে (ফজরের আযানের পূর্ব মুহূর্তে) ফেরেশতারা যমিনের কাছাকাছি অবস্থান করে এবং খোদার কাছে মানুষের ফরিয়াদ পৌছে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। সেপেহরী সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যায়, আস্বাদন করে, বিন্দু বিন্দু প্রত্যেক বস্তু তাঁর কাছে ধরা দেয় এবং সেগুলোর অস্তিত্ব জানান দেয়। প্রকৃতি তাঁকে সবকিছুকে চিহ্নিত করে দিতে সাহায্য করে। তাঁর কবিতা মানুষকে সুনির্মল করে তোলে। চোখ খুলে দেয়, যথার্থ দৃষ্টি এবং মানসিক কল্পনা ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে দেখতে পাঠককে সাহায্য করে।

জীবন যাপনে বুদ্ধিমত্তা সোহরাবের নিকট খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তার সাথে সৃষ্ট জগতকে অবলোকন করা এবং এর রহস্য উপলব্ধি করা। কেননা জ্ঞান জীবন যাত্রার উপকরণ আর অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত অর্জন। অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে প্রকৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখে যান্ত্রিক জীবন যাপন করে। সোহরাব আমাদেরকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বিরত রাখতে চান এবং প্রকৃতির আঁচলে দয়াদ্রভাবে বেধে রাখতে চান।

সেপেহরী আমাদের জীবনের অনেক জটিলতাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে প্রকৃতির কাছে তার সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত করেছেন তা না হলে মানুষ জটিলতায় ভুগবে। তিনি সমস্যার উৎস খুঁজেছেন এবং বলেছেন সৌভাগ্যবান হবার রোগ আমাদেরকে অসুস্থ করে তোলে এর থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে হবে থবেই সার্বিক সুস্থতা আমাদের হাতে ধরা দেবে। সোহরাব সবুজের পয়গম্বর যিনি পবিত্র হাতে আমাদের মুক্তি ও আরোগ্যের ঔষধ বিলিয়েছেন। বলেছেন-

به آب روان نزدیک می شوم
ناپیدایی دو کرانه را زمزمه می کند

رمزها چون انار ترک خورده نیمه شکفته اند.
جوانه شور مرا در یاب، نورشته زود آشنا!
درود، ای لحظه شفاف![১৫]

অনুবাদ:

বহমান পানির কাছে যাবো
যেখানে দু'পাড়ের সমান্তরাল দূরত্বের জন্য
ব্যথিত কান্না শোনা যায়
আনার (ডালিম) ফাটলেও
তার অভ্যন্তরিন পূর্ণরূপ দেখা যায়না
হে আমার নতুন বন্ধু!
আমার তারুন্যের অনুভূতিকে বুঝতে চেষ্টা করো
হে আনন্দময় মুহূর্ত!
তোমায় অভিবাদন

সোহরাব সেপেহরীর রচনা ছিলো রূপকতা আর বিমূর্ততার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতা ও কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও এর আভাস মেলে। শব্দের অনুপ্রাস সেপেহরীর কবিতাকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। প্রবাহমান নদীর মতো তাঁর পক্তিমালা। সহজ-সরল শব্দের ব্যবহারে এ আধ্যত্মিক চিত্রশিল্পি ও কবির অনেক আকুতি আমরা লক্ষ করি তাঁর কবিতায়। সমগ্র পৃথিবীকে তিনি ভাবতেন খোদার অংকিত ক্যানভাস হিসেবে। কলম ও তুলি দুটো দিয়েই তার বর্ণনায় সচেষ্ট ছিলেন সেপেহরী। গত শতাব্দিতে সেপেহরীর মতো এত সূক্ষ্ম চিন্তাশীল নিমা ইউসিজ

[১৫] মাহদি রাহমানি, *সোহরাব: পায়ামবারে সাবজ*, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-১৪

(আধুনিক ফারসি কবিতার জনক) অনুসারি কবিদের মধ্যে আর কাউকে পাওয়া যায়না। তাঁর কবিতার পরতে পরতে লেগে আছে আধ্যাত্মিকতার ছাপ। তিনি কা'বার লাল ইটের দেয়ালকে ভেবেছেন 'খোদার তৈরি রক্তিম পুষ্প' হিসেবে। তিনি মাকে তুলনা করেছেন 'গাছের পাতার চেয়েও উত্তম' হিসেবে। গাছের পাতা যেমন উপকারি ও জীবন রক্ষাকারি অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, এর পাতা ছিড়ে নিলেও সহনশীলতার পরিচয় দেয়, আমাদের মমতাময়ী মা তার চেয়েও বেশি সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের মধ্য দিয়ে আমাদের গড়ে তোলেন। কবি বন্ধুকে প্রবাহমান ঝর্ণা, জায়নামাজকে চোখের জ্যোতি, পাথরকে কঠোর অধ্যাবসায়, বাগানকে অনুভূতির মাধ্যম, জীবনকে এক পশলা বৃষ্টির সাথে তুলনা করে আমাদের এ জীবন যে সৃষ্টিকর্তার মহাদান তা বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছেন। এতে তিনি জীবন ও জগতকে এমন স্বচ্ছ, উন্মুক্ত ও খোলামেলা করে চিত্রিত করেছেন যেন মানুষ তাঁর আপন প্রভুকেই খুঁজে পাবে প্রতিটি পংক্তিতে। প্রেম, ভালোবাসা, আন্তরিকতার অবস্থান প্রায় তাঁর প্রতিটি কবিতাতেই বিদ্যমান। তাঁর কবিতার সর্বত্রই 'অব' বা পানি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতো। পানিকে মনে করেছেন পবিত্রতার প্রতীক, বিমুগ্ধতার প্রতিরূপ হিসেবে।

নিরবে প্রভুর সাধনা করেছেন সেপেহরী। তাই একাকিত্বকে ভালবাসতেন তিনি। একাকিত্বকে ভেঙ্গে দিয়ে কারো আগমনকে কখোনোই চাইতেননা । তাঁর কণ্ঠে

শুনতে পাই- 'যদি আমার খোঁজে আসো/ ধীরে কোমল পায়ে এসো/ যেন আমার একাকিত্বের নাজুক চিনাপাত্রে/ চিড় না ধরে।'[১৬]

সেপেহরী সব সময়ই বন্ধুর বাড়ি খুঁজেছেন। তাঁর এই বন্ধু মানবাত্মার মূল নিবাস পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তা। রুমির বাঁশি যে বাশঝাড়ে ফিরে যাওয়ার ক্রন্দন করেছে সেপেহরীও তেমনি বন্ধুর বাড়ি খুঁজেছেন। এ বন্ধুর বাড়ির সন্ধানেই ছুটছেন খোদার আশেক বান্দারা।কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে বৌদ্ধ, হিন্দু, জিউভা মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত মনে করতেন। কিন্তু তাঁর লেখা ও তৎকালীন মণীষীদের মন্তব্য প্রমাণ করে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান। সেপেহ্‌রী ছিলেন তথাকথিত প্রগতিশীল এবং পাশ্চাত্য পরায়ণতার জঞ্জালমুক্ত। তিনি ছিলেন প্রকৃত শিল্পির শ্রেষ্ঠতম নমুনা। হারিয়ে যাওয়া মানবীয় গুণকে মসি দিয়ে শব্দকে অবলম্বন করে সমগ্র কবিতা জুড়ে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন । তিনি একাকি বাস করতেন। তাঁর সে একাকিত্বের মধ্যে কোন রকম ভন্ডামি, শঠতা, প্রতারণা ছিলোনা। ছিলো সৃষ্টিলোকের স্রষ্টার আরাধনা। জীবদ্দশায় তেমনভাবে সমাদৃত না হলেও দিন যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে এ মহান শব্দ শিল্পির কদর ও মূল্যায়ণ বেড়েই চলেছে। তাঁর এবং তাঁর শিল্প মাধ্যমের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

[১৬] সালেহ হোসাইনী, *নিলুফারে খা'মুস*, এনতেশারাতে নিলুফার, ১৩৭৩ ইরানী সাল মোতাবেক ১৯৯৪, পৃ-১৯

Dhaka University Institutional Repository

সেপেহরীর দার্শনিক ভাবনা :

সেপেহরী এমন কয়েকজন কবিদের একজন যাঁদের নিজস্ব ভাবনা এবং চিন্তার ভিন্ন স্টাইল আছে। তাদেরকে বুঝতে হলে তাঁদের ব্যবহৃত মৌলিক শব্দকে (key word) তাঁদের মত করে বুঝতে হয়। কতিপয় বিখ্যাত মহান কবিদের সমগ্র কাব্যজুড়ে এক ধরনের বিশেষ ভাব বিরাজমান থাকে। যেমন মাওলানা রুমি এমন একজন ব্যক্তিত্ব তাঁর সমগ্র সাহিত্য জুড়ে একই ভাবের ব্যঞ্জনা এবং একটি কবিতার সাথে অপর একটি সম্পৃক্ত যা একটি বিশেষ পরিভাষাকে ব্যবহার করে রচিত হয়েছে, অন্য কারো পরিভাষার মতো করে ব্যাখ্যা করা যায়না। এটা বলা বাহুল্য যে, এক ব্যক্তির চিন্তা-চেতনার সাথে অন্যের পার্থক্য থাকতেই পারে; আর তাঁরা যদি হন চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাহলে তো কথাই নেই। দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দার্শনিকই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজেদের মতকে মানব সমাজের সামনে তুলে ধরেন।

সোহরাব সেপেহরীর রচনায় যেমন- 'সেদায়ে পা'য়ে অ'ব', 'মোসা'ফির', 'হাজমে সাবজ' প্রভৃতি কবিতায় আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনা প্রবলভাবে লক্ষ্যণীয়। আরেফ (আধ্যাত্মিক বিষয়ে পণ্ডিত) ব্যক্তিবর্গ তাদের জীবনকে মারেফাতের[১] রাস্তায় পরিচালনা করেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে ভাবনাই ভাবেন, যা কিছু করেন সে

[১] কুদামা ইবনে জাফরের মতে মারেফাত এমন একটি পথ যেপথ ধরে আরেফগণ একটু একটু আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। আর এর গন্তব্য হচ্ছে 'ফানাফিল্লাহ'।

লক্ষ্যেই করে থাকেন। যেন প্রবাহমান পানির মতো যা সর্বক্ষণ সমুদ্রে যাওয়ার জন্য বয়েই চলে।

সেপেহরীর সমগ্র কাব্য জুড়ে আমরা এক নতুন ভাবনার সন্ধান পাই বিশেষত: 'মা' হিচ, মা' নেগাহ' গ্রন্থে। এটা বলা মুশকিল যে, তিনি কতখানি কৃষ্ণকে জানতেন বা তার মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণের দর্শনের সাথে তাঁর দর্শনের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এজন্য এটা খুব জোর দিয়ে বলা যায় না যে, তিনি কৃষ্ণের দ্বারা প্রভবিত ছিলেন। হতে পারে তাঁরা দুজনেই একই রকম ভেবেছেন এবং একই গন্তব্যে পৌছতে চেষ্টা করেছেন, দু'জনের ভাষা বা বর্ণনা ভঙ্গি ছিলো ভিন্নতর। তবে একথা সত্য যে, আরেফগণ যেহেতু সবাই মারেফাতের পথে চলেন তাই তাদের ভাবনা একে অপরের সাথে মিলে যেতে পারে এর মানে এই নয় যে, একজন অপরজন এর দ্বারা প্রভাবিত বা অনুসৃত। আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখবো কৃষ্ণ, সোহরাব, মৌলভী, আবু সাঈদ আবুল খায়ের এদের প্রত্যেকের কথার মধ্যে সমভাব বা সম্ভাবনা রয়েছে হয়তো বা ভাষার ভিন্নতা বৈ আর কিছুই নয়। সেপেহরীর বক্তব্যের সাথে রুমির বক্তব্যের অনেক মিল রয়েছে। এর কারণ এ হতে পারে যে, সেপেহরী দীর্ঘকাল রুমির গাযালিয়াত (গীতি সমগ্র), মাসনাভি (দ্বিপদী কবিতা) ও অন্যান্য রচনা অধ্যয়ন করেছেন এ কারণে তাদের বক্তব্যের মিল রয়েছে। সেপেহরী ও কৃষ্ণের ভাবনার এত মিল থাকার কারণ এ হতে পারে যে, সেপেহরী কৃষ্ণের মতবাদ, ভারতীয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচিন অন্যান্য মতবাদ এমনকি চীন ও জাপানের আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাঁর মুসাফির কবিতায় তিনি তা উল্লেখও করেছেন।

'কৃষ্ণের দর্শনের মূল কথা হচ্ছে আমাদের আশেপাশে দৃশ্যমান সবকিছুই নতুনভাবে দেখি এবং উপলব্ধি করি এবং প্রত্যেকটি উপলব্ধির তিনটি দিক রয়েছে। ১. দেখা (Observation) ২. দর্শক (Observer) ৩. দৃশ্যমান বস্তু (Observed)।'[২]

দর্শক আর দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে কোন আড়াল বা দেয়াল থাকতে পারেনা। প্রত্যেকটি বস্তু আমাদেরকে নতুন উপলব্ধি নিয়ে দেখতে হবে। যদি পুরোনো ধ্যান ধারণা নিয়ে আমরা কোন জিনিস দেখি বা কোন বিষয় উপলব্ধি করি তবে সে ভাবনাটাই আমাদের সামনে একটি দেয়াল হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা এমন যেন আমি অন্যের চোখ দিয়ে দেখছি এবং তার ভাবনাকে আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। শুধু অতীতের ধারণা থেকেই আমরা ঘোড়াকে শান্ত প্রাণি আর তেলাপোকাকে নিকৃষ্ঠ প্রাণি ভাবতেই আমরা অভ্যস্ত। সেপেহরী এ থেকে ভিন্ন ভাবনা ভেবেছেন, এজন্য আলোচিত, সমালোচিত দুই-ই হয়েছেন। একটি গ্রন্থ আছে যার নাম "Freedom from known" যেটি ফারসিতে ও رهایی از دانستگی শিরোনামে অনূদিত হয়েছে। যার অংশ বিশেষ-

آن چه چشم است آن که بینائیش نیست
زامتحان ها جز که رسوائیش نیست

[২] সিরুস শামিসা, *নেগাহি বে সেপেহরী*, এনতেশারাতে সেদা'য়ে মোয়াসের, তেহরান: ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ- ২২ থেকে সংকলিত

ز آن که بر دل نقش تقلید است بند
رو به آب چشم بندش را برند
ز آن که تقلید آفت فر نیکوی است
که بود تقلید اگر کوه قوی است
گر سخن گوید ز مو باریک تر
آن سرش را زآن سخن نبود خبر
مستی یی دارد زگفت خود ولیک
از بر وی تا به می راهی است نیک[৩]

অনুবাদ :

এমন কোন চোখ আছে যা দেখতে পায়না
চিকিৎসা করালেই তার সমস্যা চিহ্নিত হবে
যে হৃদয়ের উপর মেকি আবরণ পড়ে আছে
চোখের পানিতে সে আবরন সরে যাবে
মেকি আবরন যদি পাহাড় সমানও হয়
তা যেন খড়ের ঢিবির মতো
সামান্য বাতাসে যা উড়ে যায়
যদিও আহম্মক অনেক উত্তম কথা বলে
কিন্তু তাতে জ্ঞানের কোন বাণী নেই
যদিও সে আরেফের (আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব) ভাব দেখায়
কিন্তু তা অলিকতায় পূর্ণ।

[৩] সিরুস শামিসা, *নেগাহি বে সেপেহরী*, এনতেশারাতে সেদা'য়ে মোয়াসের, তেহরান: ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, থেকে সংকলিত পৃ- ২৩

সেপেহরী বলেন-

من نمی دانم
که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیبا است
وچرا در قفس هیچکس کرکس نیست.
گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید[৪].

অনুবাদ :

আমি বুঝিনা

কেন মানুষ ঘোড়াকে নিরিহ প্রাণি বলে

আর কবুতরকে সুন্দর

কেন শকুনকে গৃহপালিত প্রাণির ন্যায়

খাঁচায় পোষেনা।

টিউলিপের চেয়ে সাবদার ফুল কেন কম মূল্যায়িত

যদি তোমার চোখ ধুয়ে ফেলো তবে

ভিন্ন কিছু দেখতে পাবে।

সেপেহরীর মতে সেই দেখাই সর্বোত্তম যে দেখায় দর্শকের ও দৃশ্যমান বস্তুর মধ্যে নতুন কিছু লব্ধ হয়। দর্শক যদি দৃশ্যমান বস্তুর কাছে সমর্পিত হয় সর্বোত্তম সে দেখা। মৌলভীর মতে শিকার হতে হবে শিকারী নয়।

[৪] সিরুস শামিসা, *নেগাহি বে সেপেহরী*, এনতেশারাতে সেদা'য়ে মোয়াসের, তেহরান: ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, থেকে সংকলিত পৃ- ২৩

Dhaka University Institutional Repository

মূলত: এরকম বক্তব্য অতীতেও বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো মাদরাসা-মসজিদে, বিশেষ আধ্যাত্মিক আলোচনার মধ্যে সিমাবদ্ধ। একালের মানুষের মনে হয়তো তা সেরকমভাবে আসিন হতে পারেনি। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ (এমনকি প্রাচীন গ্রিক দর্শনে এমনকি প্রাচীন ধর্ম যেমন খ্রিষ্ট্র ধর্মে, এমনকি চাঁদ-সূর্য পূজারিদের ধর্মে ও এ বক্তব্য রয়েছে) প্রাচিনকালে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ইরানে এসে পৌঁছেছিলো এরপর ধীরে ধীরে তা কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে; বিশেষত: মোগলদের হামলার পরে। আধুনিক কালের কোনো কোনো আরেফ আবার সে প্রাচিন অধ্যাত্মবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। যাঁরা সময়ের ধারক হিসেবে আভির্ভূত হয়েছেন। সেপেহরী তাঁদের অন্যতম।

সময় অর্থ্যাৎ প্রতি মুহূর্তকে উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাফেয শিরাজি বলেছেন-

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی
حاصل از حیات ای جان، این دم است تا دانی[৫]

অনুবাদ:

জীবনে যতোটা পারো সময়ের গুরুত্ব বুঝতে চেষ্টা করো
ওহে প্রিয়! জেনে রেখো, জীবন হচ্ছে দমের খেলা

সেপেহরী প্রাচ্যের চিত্রশিল্প ভিত্তির সমালোচনায় বলেছেন-

"পাশ্চাত্যের প্রত্যেকের মধ্যে এ বিষয়টি লক্ষ্যনীয় যে, তারা পরিচ্ছন্নতার অধিকারি। সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন অভিজ্ঞতা লাভ করতে সচেষ্ট হন অথচ প্রাচ্যের

[৫] সিরুস শামিসা, *নেগাহি বে সেপেহরী*, এনতেশারাতে সেদা'য়ে মোয়াসের, তেহরান: ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ-২৬

> প্রত্যেকে যে যার মত পথ ও পন্থা অবলম্বন করেন। দার্শনিক জন মনে করতেন জগতে প্রত্যেকটি বস্তুরই আলাদা আলাদা গুরুত্ব আছে। তার অস্তিত্ব, স্থান দখল এবং অদৃশ্য বসবাস আছে।"[৬]

আসলে এখানে 'নতুন দৃষ্টিভঙ্গির' আলোচনা মূখ্য নয়। আলোচনার উদ্দেশ্য হলো সেপেহরীর মতো অতীতের মহান দার্শনিকেরাও এমন কথা বলেছেন। সেপেহরীর বিশেষত্ব হলো তিনি সেগুলোকে নতুন ভাষায় তুলে ধরে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

> সেপেহরীর বক্তব্য ইরানের প্রাচিন খোরাসানি দার্শনিকদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি (ইরাকি দার্শনিকদের মতের বিপরীত) এমনকি আবু সাঈদ আবুল খায়ের বা জালালুদ্দিন রুমির বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭]

খোরাসানের অধ্যাত্মবাদে বৌদ্ধ, চৈনিক প্রাচীন ইরানি এবং ইসলাম মতাদর্শ মিশ্রিত রয়েছে। খোরাসানিরা বহু বছর ধরে ভারতীয় ও চীনাদের সাথে মেলামেশা করতেন। যার ফলে আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে উভয় দেশের আরেফদের মধ্যে চিন্তাগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। খোরাসানিদের চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে প্রেম, এবং আনন্দময় জীবনের জয়গান। অপরপক্ষে এরাকি বা বাগদাদিদের চিন্তার ভিত্তি হচ্ছে অর্থ, পরহেজগারি, নিরবে ইবাদত ও যুক্তিযুক্ত সব বিষয়।

সেপেহরীর দর্শনে অন্য একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে- তার চিত্রশিল্পের ভিত্তি হচ্ছে Impressionism (অনুভূতি/ প্রভাব)। এটি প্রাচীন ধ্যান ধারণায় এক

---

[৬] *ওতাকে অ'বি*, এনতেশারাতে সারুস, তেহরান: ১৩৬৯ মোতাবেক ১৯৯০, পৃ- ৫৭

[৭] সিরুস শামিসা, *নেগাহি বে সেপেহরী*, এনতেশারাতে সেদা'য়ে মোয়াসের, তেহরান: ১ম সংস্করণ, ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩, পৃ- ২৮

ধরণের চিত্রকর্ম। তাঁর একটি পেইন্টিং এর নাম "ইমপ্রেশন তোলোয়ে খোরশিদ" (সূর্যোদয়ের অনুভূতি)। সূর্য উদয় হলে নতুন ভাবনার উদয় হয়, ভিন্ন রকম অনুভূতির উদ্রেক হয়, অন্ধকার দূরিভূত হয়। সব মিলিয়ে একটি নতুন প্রত্যাশা ও অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আরেকটি চিত্র আছে 'আলোর প্রতিফলন' যা তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। সর্বাবস্থায় দেখা যাচ্ছে যে, সেপেহরীর চিত্রশিল্প এবং কবিতায় সর্বত্রই ইমপ্রেশন বা অনুভূতির একটা প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে "সেদায়ে পা'য়ে অ'ব" এবং "মোসাফির" এ দু'টি কাব্য গ্রন্থে এ বিষয়ে নানামুখি আলোচনা বিশেষত: রংয়ের প্রভাব, সূর্যোদয়, সূর্যের তাপ, বিভিন্ন বস্তুতে আলোর প্রতিফলন, নতুন বাতাস প্রভৃতি নিয়ে তার অনেকগুলো কবিতা রয়েছে। তাঁর মতে আমাদের মস্তিষ্কের কাজ হলো প্রতিটি জিনিস যেভাবে আছে সেভাবে দেখা ও উপলব্ধি করা। এটা নয় যে, যেভাবে বস্তুর বর্ণনা শিখি বা আমাদেরকে যেভাবে বলা হয় বা সেভাবে দেখা এর গভীরে গিয়ে উপলব্ধিই সেপেহরীর বিশেষত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায় সমূহে সোহরাব সেপেহরীর জীবন, কর্ম, কবিতার ভাষা, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, কবিতার ছন্দ ও বৈশিষ্ট্য, সেপেহরী সম্পর্কে সমসাময়িক কবিদের মন্তব্য, সেপেহরীর কবিতায় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ প্রভৃতি বিষয় তুলে চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতায় সেপেহরী প্রকৃতির যে বর্ণনা, চিত্রকল্প ও তাশবিহ (সাদৃশ্য/ উপমা) বর্ণনা করেছেন তা বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি একজন মুসলিম হিসেবে কিভাবে প্রকৃতির স্বচ্ছতার মাঝে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন; পরিবেশ ও প্রতিবেশ তাঁর উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে অত্র অভিসন্দর্ভে।

বাধা ধরা সরকারি চাকুরির মোহ ত্যাগ করে নিজেকে প্রকৃতির মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং প্রকৃতির মধ্যে তিনি কিভাবে সৃষ্টিকর্তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিক পরিবেশবাদি আর সেপেহরীর দৃষ্টিভঙ্গির যে পার্থক্য তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে অত্র গবেষণাকর্মে।

এতে তাঁর চিন্তাধারায় এক নতুন এরফান (অধ্যাত্মবাদ) এর যে প্রকাশ ঘটেছে তা বর্ণনার প্রয়াস রয়েছে। এ অভিসন্দর্ভে প্রতিভাত হয়েছে যে, সোহরাব সেপেহরী "প্রকৃতির বার্তাবাহক" যা অনাগত ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে নতুন চিন্তা ও গবেষণার উন্মেষ ঘটাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সেপেহরী কাশান (ইরানের একটি অঞ্চল)-এর মাটিতে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকলেও তাঁর সৃষ্টি আমাদেরকে প্রকৃতিপ্রেমী করতে অনুপ্রাণিত করছে প্রতিনিয়ত।

বলা যেতে পারে, সেপেহরী তার প্রকৃতি গবেষণা ও প্রকৃতির ভিন্নতর বর্ণনার জন্য সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের মনে চির জাগরুক হয়ে থাকবেন।

সাহিত্যের আঙ্গিক ও দিক বিচার ও পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সেপেহরীর প্রায় সকল কাব্যই নিমায়ি স্টাইলে রচিত। তবে একথা সত্য যে, নিমায়ি স্টাইলে কবিতা রচনা করলেও তার কাব্যে স্বকীয়তা বিদ্যমান। তাই সেপেহরীর পাঠকরা যতই তাঁর কাব্য অধ্যয়ন করবেন ততই তাদের কাছে সেপেহরী নতুনভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবেন।

প্রকৃতির রূপ কাব্যের মোড়কে তিনি পাঠকের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিই চমকপ্রদ। তিনি শুধু ফুল, পানি, ঝর্ণা প্রভৃতিকে প্রকৃতির অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করেননি; বরং এর মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দিয়ে অধ্যাত্মবাদ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর যে ভিন্নতর অনুভূতি রয়েছে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন যা ইতোপূর্বে ফারসি সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায়নি; কিংবা খুব কমই দৃশ্যমান হয়েছে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার যে অপূর্ব মেলবন্ধন তাঁর কবিতায় আমরা খুঁজে পাই তা সেপেহরীকে অনন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

যেসব গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য গৃহীত হয়েছে তার বিবরণ

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

আবুল কাসেম ফেরদৌসি : *শাহনামা*, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৭৭ (মনির উদ্দিন ইউসুফ, অনূদিত)

উদ্দিন, আ.ত.ম. মুসলেহ : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* , ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

আলম, মাহবুবুল : *বাংলা ছন্দের রূপরেখা*, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৮৬, ৭ম সংস্করণ,

খান, মাওলানা মুহিউদ্দিন : *ইসলামী তাসাউফের স্বরূপ*, (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৩),

তামিমদারি, আহমাদ : *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ফেবুয়ারি ২০০৭(ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী অনূদিত)

Dhaka University Institutional Repository

দাস, শ্রীশচন্দ্র : *সাহিত্য সন্দর্শন*, জিনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা,

বালখি, মওলানা জালালুদ্দিন রুমি, : মাসনবীয়ে রুমী, এমদাদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা: সপ্তম মুদ্রণ,২০০২, (মাওলানা আবদুল মজীদ অনূদিত)

রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর : *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৮)

মজিদ, আব্দুল : রুমীর মছনবী, ৩য় খন্ড, ১ম পর্ব, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, ঢাকা ১৯৭৯

মনসুর উদ্দিন, মুহাম্মদ : *ইরানের কবি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮

মুহিউদ্দিন, শেখ গোলাম : *কিতাবুস সালেহিন*, (মুফতি নুরুদ্দিন সম্পাদিত) ঢাকা: দারুত তানফেয, ২০০৪

হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ : *ইসলাম পরিচয়*, (ঢাকা: ইফাবা, ২০০৪),

ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

আবেদি, কা'মিয়ার : *আয মোসাহেবাতে অ'ফতাব*, তেহরান: নাশরে রেওয়াতে, ১৩৭৫ মোতাবেক, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

আরিয়ানপুর, ইয়াহইয়া : *আয সাবা তা' নিমা*, যবরার পাবলিকেশান্স, ১৯৯৩

ইউশিজ, নিমা : *আরযেশে এহছাছাত ও পাঞ্জ মাকালাত দার শেরে নায়ের*, হায়দারী পাবলিকেশান্স, ইস্ফাহান, ইরান, ১৯৭৬

: *শে'রে মান*, আমির কবির পাবলিকেশান্স, তেহরান, ১৯৭৫ খ্রি.

কুচি, শাহনাজ মুরাদি : *মোয়াররাফি ভা শেনাখতে সোহরাব সেপেহরি*, নাশরে কাতরে (১৩৮০ ইরানি বর্ষ মোতাবেক ২০০১ খ্রি.)

তাহবায, ছিরুছ : *মাজমুয়েয়ে কামেলে আশয়ারে নিমা ইউশিজ*, নেগাহ পাবলিকেসান্স, তেহরান, ১৯৯২

যার্‌রিনকুব, : *শেরে বি দুরুগ, শেরে বি নেকাব* (মিথ্যাহীন মুখোশহীন কবিতা)

ফারশিদাভারদ, : *দারবা'রায়ে আদাবিয়া'ত ওয়া নাক্বদে আদাবি*, খন্ড-১,

রাহমানি, মাহদি : সোহরাব সেপেহরি , পায়াম্বারে সাবজ, নাশরে আলবুরজ, তেহরান: ১৩২৯ মোতাবেক ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

শামিসা', সিরুস : *আনভায়ে আদাবী*

: *নেগাহি বে সেপেহরি*, , এনতেশারাতে সেদায়ে মোয়াসের, তেহরান: ১৩৮২ মোতাবেক ২০০৩

: *সেইরে গাযাল দার শে'রে ফারসি*

মাকসুব, শাহরুখ : *দার বাগে তানহায়ি*, নাশরে শিয়াপুশ

: *নেগাহি বে সেপেহরি* (তয় সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে মোরভারেদ, ১৩৭২ মোতাবেক ১৯৯৩ খ্রি.

সেপেহরী, সোহরাব : *হাশত কিতাব*, তেহরান, তোহুরি প্রকাশনী, ১৩৮৪

হুমায়ি, : *ফুনুনে বালাগাত ও সানা'আ'তে আদাবি*,

আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

আল রাজী, আবু হাতিম : *আয-য়নাহ, দারূর কিতাব আল আরাবি*, কায়রো, ১৯৫৭,

ইয়ায, : *আশ শিফা বিত'রিফি হুকুকিল মুসতফা*, (বায়রুত: দারুল কুতুবআল ইসলামিয়া, তা.বি) ১ম খন্ড

কায়েস, শামসে : *আল মুজাম ফি মায়াইর আল*

আশআ'রুল আজম,

কাদরি, ড. তাহির আল : *হাকিকতে তাসাউফ*, (পাকিস্তান: মিনহাজুল কোরআন পাবলিকেসান্স, ২০০৩) ১ম খন্ড,

কুশায়রি, আবুল কাশিম আল : *আর রিসালাতুল কুশারিয়াহ*,

আল কালাবাদি, আবু বকর মুহাম্মাদ : *আত তা'আররুফ লিমাযাহাবি আহলিত তাসাউফ* (কায়রো: আল মাকতাবাতুল আযহারিয়া লিত তুরাছ, ১৯৯২)

জাফর, কুদামা ইবন : *নাকদুশশি'র* (কায়রোঃ আল মাকাতাবা আল আযহারিয়া, ১৯৭৯,

ফিরুযাবাদি, আল : *আল কামুসুল মুহিত* (বায়রুতঃ দারুল ফিকর, তা.বি.)

বুখারী, ইমাম : *সহিহ বুখারি*, বাবু সুওয়াল জিবরিল আন নবি , ১ম খন্ড,

মাসউদ, জুবরান : *আল রায়িদ*, (বায়রত: দারুল ইলম লিল মালায়িন) ১ম খন্ড,

মানযুর, ইবন : *লিসানুল আরব*, দারু সাদির, বায়রুত,

যায়দান, জুরযী : *তারিখুল আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়া*, (বায়রুতঃ দারুল মাকতাবাহ আল হায়াহ ১৯৮৩, খন্ড-১,

Dhaka University Institutional Repository

যাইয়্যাত, আহমদ হাসান আল : তারিখুল আদবিল আরবি, (বায়রুতঃ দারুল মাআরিফ, ১৯৯৫, নতুন সংস্করণ,

হোসাইন, ড. ত্বহা : *ফিশ শিরিল জাহিলি*, কায়রো।

ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ :

Afsar, Dr. Mehdi : *The sound of Sohrab's Step*, Tehran: Namk Publications, 1384 as per 2005 B.C.

Crown, J.M. : *Arabic English Dictionary*,

Hughes, Thomas Patrick : *Dictionary of Islam* (New Dehli, Cosmo Publications, 1978)

Hudson, W.H. : *An Introduction to the study of literature* (London: Harrap and co.1949)

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকা :

নিউজ লেটার : ইরানিয়ান কালচারাল সেন্টার, ধানমন্ডি, ঢাকা ১৯৯৬,মার্চ , সংখ্যা ১৮

অশনা : বুনিয়াদে আ'নদিশেয়ে এছলামি, তেহরান,১৯৮৯, সংখ্যা ৩৬

হাফতে না'মে অভায়ে শোমাল, (ভিজ্বেয়ে ইয়াদমা'নে সোহরাব) : সংখ্যা-৮৫, তেহরান, ইরান, ১৪ মেহের, ১৩৭৩, মোতাবেক-১৯৯৪ খ্রি.

সম্পাদনা :

আনুশেহ, হাসান সম্পাদিত : *ফারহাঙ্গনা'মেয়ে আদাবি ফারসি*, খন্ড-২, তোহরান: সাজেমানে চা'প ওয়া এনতেশারাত, ১৩৭৬ মোতাবেক ১৯৭৭

আনিস, ইব্রাহিম ও অন্যান্য সম্পাদিত, : *আল মু'জামুল ওয়াসিত* (দিল্লী: দারুল ইশায়াত আল ইসলামিয়া)

গোলিস্তান, লায়লা সম্পাদিত : *সোহরাব সেপেহরি, শায়েরে নাককাশ্*, (তৃতীয় সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে আমির কবির, ১৩৬১, মোতাবেক ১৯৮২,

জালালি, বেহরূয সম্পাদিত, : *জাভেদানে যিসতান দার আওযে ম'নদান*, তেহরান : এনতেশারাতে মোরভারিদ,

Dhaka University Institutional Repository

১৩৭২ মোতাবেক, ১৯৯৩,

মেহের, নাসের বোযোরগ সম্পাদিত : *ইয়াদমানে সোহরাব সেপেহরি*, তেহরান: দাফতারে নাশরে হোনারি ১৩৬৭, মোতাবেক ১৯৮৮

রামাযানি, মুহাম্মদ সম্পাদিত : *শাহনামা*, খাবের ইন্সটিটিউট, তেহরান, ১৯৩৩

সায়াদাত, ইসমাঈল সম্পাদিত, : *দানেশনা'মেয়ে যাবা'ন ভা আদাবিয়া'তে ফা'রসি*, ৩য় খন্ড, তেহরান, ফারহাঙ্গাস্তানে যাবা'ন ভা আদাবিয়া'তে ফা'রসি

সিয়াহপুশ, হামিদ সম্পাদিত : *বা'গে তানহায়ি*, সম্পাদনা: (এস্পাহান: এনতেশারাতে আসপাদানা' ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৯৪),

হারিরি, নাসের সম্পাদিত, : *দারবারেয়ে হোনার ভা আদাবিয়াত*, (গোফত ভা শানুন ভা সিমিন দানেশভার), (বাবেল: কেতাবসারায়ে বাবেল, ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৮৬ খ্রি.)

: *হুনার ভা আদাবিয়াতে এমরূয*, (গোফত ও শানভাদি বা' দাকতুর বারাহানি), বাবেল: কেতাব সারায়িয়ে বাবেল, ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৬৮ খ্রি.,

Dhaka University Institutional Repository

হোগুগি, মোহাম্মাদ সম্পাদিত : *শে'রে যামানে মা'* (সোহরাব সেপেহরি অংশ) চতুর্থ সংস্করণ, তেহরান: এনতেশারাতে নেগাহ, ১৩৭৪ মোতাবেক ১৯৯৫,

হোসাইনি, সালেহ *সম্পাদিত*, : *নিলুফরে খামুস*, তৃতীয় সংস্করণ, এনতেশারাতে নিলুফার, ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৯৪,